শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর

শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতা

শ্রীমনঃশিক্ষা

(শ্রীস্বনিয়ম-দশকসহিতম্)

[পরিশিষ্টে শ্রীস্বনিয়ম-দ্বাদশকঞ্চ]

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরকৃত-'ভজন-দর্পণ'-ভাষ্যসমেতা

জগদ্গুরু-ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানুকম্পিত-

প্রিয়পার্ষদপ্রবর-"শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতেঃ" প্রতিষ্ঠাতা-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-ওঁ বিষ্ণুপাদ-১০৮শ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজানুগৃহীত-

পরিব্রাজকাচার্য্য-ত্রিদণ্ডিস্বামিনা

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-বামন-মহারাজ-সম্পাদিতা

[সেবানুকূল্যম্—

১৫

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ
জিলা—নদীয়া (পঃ বঃ) হইতে প্রকাশিত।

আদি-সংস্করণ
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-তিথি
৩০শে ত্রিবিক্রম, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ,
২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২ ; ইং ৩/৬/১৯৮৫

গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

২। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ,
২৮, হালদার বাগান লেন (কলিকাতা-৪)।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ ও জেলা মথুরা (উঃ প্রঃ)।

৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ,
স্বর্গদ্বার, পোঃ ও জেলা পুরী (উড়িষ্যা)।

৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ গোলকগঞ্জ, জেলা ধুবড়ী (আসাম)।

৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ তুরা (ওয়েষ্ট গারো হিল্‌স্) মেঘালয়।

৭। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ,
অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার (উঃ বঃ)

মুদ্রাকর ঃ—শ্রীজহরলাল ভট্টাচার্য্য
মোহন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২/এ, কেদার দত্ত লেন (কলিকাতা-৬)

নিবেদন

পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীশ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিত "শ্রীমনঃশিক্ষা" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইলেন। ইহা সাধক ও সিদ্ধ—উভয়েরই পক্ষে অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী শ্রদ্ধার উদয়ে সাধক-সিদ্ধের যাহা যাহা অবশ্য অনুষ্ঠেয় ও কর্ত্তব্য, তৎসমস্তই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ-রূপানুগবর জগদ্বরেণ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু দ্বাদশ-শ্লোকাত্মক যে 'মনঃশিক্ষা' রচনা করিয়াছেন, তাহা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রাণ-স্বরূপ। শুদ্ধভক্তি-প্রবাহের মূল-ভগীরথ গদাধরাভিন্নতনু শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার "ভজন-দর্পণ"-নামক ভাষ্য রচনা করায় শ্লোকস্থ প্রয়োজনীয় শব্দের গূঢ়ার্থ পরিস্ফুট হওয়ায়, ইহা পরমোপাদেয় হইয়াছে। ভাষ্যে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের স্বকৃত পদ্যানুবাদ সংযোজিত হওয়ায় ইহার অধিকতর গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষ আনন্দের বিষয়, মথুরা-ধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে এই গ্রন্থের হিন্দী সংস্করণ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হওয়ায় হিন্দী-ভাষাভাষিগণ উহা আলোচনাপূর্ব্বক উপকৃত হইবেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক তাহার সার সঙ্কলন করিয়া নিখিল তত্ত্ব-সিদ্ধান্তোপদেশ দ্বারা কলিহত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভেই গুর্ব্বানুগত্য প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীল দাস গোস্বামি-চরণে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, —"যিনি সমস্ত পার্থিব বন্ধন-ছেদনের লীলা-প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর

একান্ত শরণাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীশ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভু সমস্ত ভজনরহস্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজগন্মান্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর চরণে দণ্ডবৎ-পতিত হইয়া তৎকৃত "মনঃশিক্ষা"-গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিতেছি। এই দ্বাদশটী শ্লোক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগের প্রাণধন। শ্রীদাস গোস্বামী স্বীয় মনকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার ভাষ্যে শ্রীল রূপ-সনাতন-শ্রীজীব-রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর বিভিন্ন গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, বৃহদ্ভাগবতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির অবস্থাত্রয় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"—ব্রজবধূগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তাহাই বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণের ভজন ও সিদ্ধি-লালসা। আমরা দৈন্যময়ী-লালসাময়ী প্রার্থনা, নির্ব্বেদ, আক্ষেপ, বিজ্ঞপ্তি ও মনঃশিক্ষামূলক শ্রীল চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল লোচনদাস, শ্রীল প্রেমানন্দ প্রভৃতির বৈষ্ণব-পদাবলীসমূহ আলোচনা করিয়া থাকি। বর্ত্তমান আলোচ্য "মনঃশিক্ষা"য় তাহা হইতেও অধিক শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিত "শ্রীমনঃশিক্ষা" মূলশ্লোক ও বঙ্গানুবাদসহ সর্ব্বপ্রথম শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরম-হংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিয়ামকত্বে সমিতির মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ইং ১৪/৫/১৯৫৬) প্রকাশিত হয়। পাঠকবর্গের

অবগতির জন্য তৎকৃত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

"ওরে ভাই মন! আমি (তোমার) চরণ ধরিয়া চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি সর্ব্বদা দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবে, শ্রীব্রজধামে, ব্রজবাসিগণে, সজ্জনে অর্থাৎ বৈষ্ণবে, ব্রাহ্মণগণে, নিজ দীক্ষামন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, ও ব্রজের নব-তরুণ-যুগলের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) চরণাশ্রয়ে সমধিকভাবে অপূর্ব্ব অনুরাগ অবলম্বন কর। ১।

হে মন! তুমি সত্যই শাস্ত্রকথিত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম আচরণ করিও না। কিন্তু, এই ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা অনুষ্ঠান করিতে থাক; আর শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমরূপে সর্ব্বদা চিন্তা কর। ২।

হে মন! যদি তুমি প্রতিজন্মে ব্রজভূমিতে অনুরাগের সহিত বসবাস করিতে ইচ্ছা কর, আর যদি সাক্ষাদ্ভাবে সেই তরুণযুগলের সেবা করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে স্পষ্টই শুন,—তুমি এই জীবনেই শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু, সগোষ্ঠী শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু ও তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুকেও সর্ব্বদা প্রীতিভরে স্মরণ কর। ৩।

হে মন! তুমি সদ্‌বুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্বের অপহারিণী অসৎকথারূপিণী বেশ্যাকে অর্থাৎ জড়বিষয়-কথা পরিত্যাগ কর, মুক্তিরূপিণী ব্যাঘ্রীর সর্ব্বদেহ-গ্রাসিনী বা সমগ্র-গ্রাসিনী কথা কখনও শুনিও না। তুমি পরব্যোমে বৈকুণ্ঠ-প্রদায়িনী শ্রীনারায়ণ-ভক্তিও পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রজে নিজপ্রেম-রত্নদাতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন কর। ৪।

হে মন! এই সংসারে প্রকাশ্যপথে আক্রমণকারী (বাটপাড়) কাম প্রভৃতি ব্যসনগণ (রিপুগণ) অনিত্য-বিষয়চেষ্টারূপ দুঃখপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুসমূহের দ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমাকে যথেচ্ছভাবে প্রহার

করিতেছে.—এই বলিয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণের পথরক্ষিগণকে (পাহারাওয়ালা) অর্থাৎ বৈষ্ণবগণকে প্রচুরভাবে ফুকারিয়া ডাক, যাহাতে তাঁহারা তোমাকে এই শত্রুগণ হইতে রক্ষা করেন। ৫।

ওরে মন! (সর্ব্বদা) প্রকাশমান কপট-কুটীনাটী-সমূহরূপ ক্ষরণশীল গর্দ্দভ-মূত্রে স্নান করিয়া কেন নিজকে এবং আমাকেও দগ্ধ করিতেছ? তুমি শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর পাদপদ্মে প্রেম হইতে প্রকাশিত সুধাসমূত্রে নিত্যস্নান করিয়া নিজকে ও আমাকেও অতিশয় সুখী কর। ৬।

হে মন! ধৃষ্টা চণ্ডালিনী প্রতিষ্ঠাশা আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতে সক্ষম। (তাই) বলি, পবিত্র সাধু প্রেম এই হৃদয়কে কেমন করিয়া স্পর্শ করে? অতএব, তুমি প্রভু কৃষ্ণের প্রিয় অদ্বিতীয় সামন্তকে অর্থাৎ সেনাপতিকে (শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে) সর্ব্বদা সেবা কর, যাহাতে তিনি সেই প্রতিষ্ঠাশাকে শীঘ্র বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া এই হৃদয়ে সেই প্রেমকে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। ৭।

হে মন! তুমি এই গোষ্ঠে তাদৃশ কাকুতির সহিত শ্রীগিরিধারীর সেবা কর, যাহাতে তিনি কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ শঠেরও দুষ্টস্বভাব দূর করিয়া দেন, আমাকে প্রেমামৃতও প্রদান করেন এবং শ্রীরাধিকার সেবাবিধানার্থ আমাকে আদেশ করেন। ৮।

হে মন! তুমি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আমার ঈশ্বরীর অর্থাৎ শ্রীরাধার ঈশ্বররূপে, সেই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে নিজ ঈশ্বরীরূপে, শ্রীললিতাকে শ্রীরাধার অতুলনীয় সখীরূপে, শ্রীবিশাখাকে সকল শিক্ষা-বিতরণের গুরুরূপে এবং প্রিয়-সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও প্রেমবিলাসে রতিদায়করূপে চিন্তা কর। ৯।

হে মন! যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের কিরণে শ্রীরতিদেবী, শ্রীগৌরীদেবী ও শ্রীলীলাদেবীকে সন্তপ্ত করেন, সৌভাগ্য অর্থাৎ বল্লভপ্রিয়ত্বের (প্রিয়তমের সোহাগের) আতিশয্যে ইন্দ্রানী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে পরাভূত করেন, প্রিয়তমের বশীকরণের দ্বারা চন্দ্রাবলীপ্রমুখ তরুণ ব্রজললনাগণকে দূরে নিক্ষেপ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধার ভজন কর। ১০।

হে মন! তুমি ব্রজে শ্রীরূপ-সহিত ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের গণসহিত মদনবিহ্বল শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারীর সাক্ষাৎ সেবালাভের উপায়-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার অর্থাৎ শ্রীগোবর্দ্ধনের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-অর্চ্চন-প্রণামরূপ এই পঞ্চামৃত (শ্রীগুরুবর্গের) নির্দ্দেশানুসারে পান করিয়া প্রত্যহ শ্রীগোবর্দ্ধনের সেবা কর। ১১।

যিনি সযূথ শ্রীরূপের অনুগত হইয়া সমস্ত অর্থের সম্যক্ ধারণাপূর্ব্বক মনঃশিক্ষাপ্রদ এই উত্তম একাদশক মধুরস্বরে উচ্চকীর্ত্তন করেন, তিনি এই গোকুলবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় ভজনরত্ন লাভ করেন। ১২।”

শ্রীলগুরুপাদপদ্ম 'রূপানুগ'-শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া জানাইয়াছেন,—"শ্রীরূপানুগগণের ভজনীয় সম্পত্তি—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীমন্মহাপ্রভু। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুগত উন্নত সেবকগণ রূপানুগ-ধারায় স্নাত হইতে ইচ্ছা করেন। কারণ, শ্রীল রূপপাদের ক্রিয়া-কলাপ, আচার-বিচার সমস্তই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছানুরূপ হওয়ায় গৌড়ীয়গণ রূপানুগত হইতে গৌরব বোধ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'ই শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণববর্গের একমাত্র ভজনীয় বস্তু। শ্রীল রূপপাদ ও অন্যান্য গোস্বামিগণ উহাকেই বিস্তৃত করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থরাজিতে বিবৃত করিয়াছেন। এক কথায় সমস্ত গোস্বামি-গ্রন্থই শিক্ষাষ্টকের বিবৃতি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গোস্বামিবর্গের রচিত স্তব-স্তুতিমূলক অষ্টক-দশকাদির সুললিত কাব্যছন্দে মর্ম্মানুবাদ করিয়া রূপানুগ সাধক ও সিদ্ধবর্গের পরমমঙ্গল ও আনন্দ বিধান করিয়াছেন।"

'শ্রীরূপানুগ-ভজন'-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়া তিনি আরও জানাইয়াছেন, —"শ্রীরূপানুগ-ভজন বলিতে উন্মার্গগামী 'ইচড়ে পাকা' সহজিয়াগুলি কেবলমাত্র পারকীয় মাধুর্য্য-রসের ভজনকেই ভজন বলিয়া স্বীকার করেন। অন্যান্য দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি—রূপানুগ-ভজনের অন্তর্গত কোন রস নহে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই সহজিয়াগণের রস-তত্ত্বানভিজ্ঞতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয়। আজকাল সারস্বত-ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবস্থিত অনেক ব্যক্তি রূপানুগ-বিচারধারা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 'ইচড়েপাকা' সহজিয়াগণের পদাঙ্ঘ্রি-লেহন করিয়া বলিয়া থাকেন,— "প্রচার করিয়া কি হইবে—কীর্ত্তন করিয়া কি হইবে—'ভজন কর', 'ভজন কর' * শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারই হরি-কীর্ত্তন। শ্রীনামকীর্ত্তন বলিলে শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যাদি সমস্ত তত্ত্বেরই কীর্ত্তন বুঝাইবে। সুতরাং যাঁহারা প্রচারক, তাঁহারাই একমাত্র হরিনামাশ্রিত—কীর্ত্তনীয়া এবং রূপানুগ-ভজনকারী। যাহারা মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন না বা প্রচারের সহায়তা করেন না, তাহারা রূপানুগ-ভজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।"

শ্রীল দাসগোস্বামি-বিরচিত "শ্রীস্বনিয়ম-দশকম্" স্তবটী 'মনঃশিক্ষা'র শেষে ক্রোড়পত্ররূপে প্রকাশিত হইল। "শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্", "স্বনিয়ম-দশকম্" প্রভৃতি স্তব সাধারণের আলোচ্য নহে। ইহা জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ প্রিয়স্তব ছিল। তিনি শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে

শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুকৃত উক্ত স্তবাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে দ্বাদশ-বনাত্মক শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থলী দর্শন করিতেন। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম তাঁহার শ্রীগুরুদেবের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত তদানুগত্যেই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় উক্ত স্তবাদি মূলও অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গৌরনিজজন শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভুর আনুগত্যে যে "শ্রীস্বনিয়ম-দ্বাদশকম্" রচনা করেন, তাহা "মনঃশিক্ষা" গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হইল। ইহা শরণাগত ভজনেচ্ছু ও ভজনশীল ব্যক্তিগণের বাস্তব জীবনে পরিপালনীয় ও নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ। শ্রীল ঠাকুর 'স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্' রচনাকালে শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের, বিশেষতঃ শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্তবশেষে তাঁহার "শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস-গোস্বামিপ্রভু-চরণরেণু-পরায়ণ-শ্রীভক্তিবিনোদদাস-কৃতম্" বাক্যেই পরিস্ফুট। তিনি শ্রীরূপানুগত্যে শচীনন্দন শ্রীগৌরহরির সেবা ও তদানুগত্যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অষ্ট-কালীয় স্বারসিকী সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"—ইহাই নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্তগণের সেবাকাঙ্ক্ষা। তাঁহাদের অপ্রাকৃত বাণী ও শিক্ষাসম্বলিত অপূর্ব্ব তত্ত্ব-সিদ্ধান্তামৃত পান করিয়া সুধী পাঠকবৃন্দ অবশ্যই পরমোপকৃত হইবেন। গ্রন্থ-প্রকাশে যদি কিছু দোষ-ত্রুটি থাকে, অদোষদর্শী সুধী সজ্জনবৃন্দ তাহা কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

এই গ্রন্থ-প্রকাশে শ্রীমান্ কমলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী প্রুফ্ সংশোধনাদি কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করায় আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। শ্রীগোস্বামি-গ্রন্থ প্রকাশে যাঁহার বিশেষ যত্নাগ্রহ ও হার্দ্দিক প্রচেষ্টা, গ্রন্থ-প্রচারকার্য্যে সেই মহানুভব নিষ্কিঞ্চন গুরু-বৈষ্ণবসেবকের সেবানুকূল্য-

সহায়তার নিমিত্ত তিনিও শ্রীসমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ। অলমতি-বিস্তরেণ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-তিথি
সোমবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২
(ইং ৩/৬/১৯৮৫)

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্‌রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতা

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধরাভ্যাং নমঃ

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বমতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়—১। অয়ে (হে) ভ্রাতঃ (ভাই) স্বান্তঃ (মন)! [আমি তোমার] ধৃতপদঃ (চরণ ধরিয়া) চটুভিঃ (চাটুবাক্যে) অভিযাচে (প্রার্থনা করিতেছি,)—[তুমি] সদা (সর্ব্বদা) দম্ভং (দম্ভ) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) গুরৌ (শ্রীগুরুদেবে), গোষ্ঠে (ব্রজধামে), গোষ্ঠালয়িষু (ব্রজবাসিগণে), সুজনে (সজ্জনে অর্থাৎ বৈষ্ণবে), ভূসুরগণে (ব্রাহ্মণগণে), স্বমন্ত্রে (নিজ দীক্ষা-মন্ত্রে), শ্রীনাম্নি (শ্রীহরিনামে), ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে (ব্রজের নবতরুণযুগলের [চরণ] আশ্রয়ে) অতিতরাম্ (সমধিকভাবে) অপূর্ব্বাং (অতুলনীয়) রতিং (অনুরাগ) কুরু (অবলম্বন কর)।

"ভজনদর্পণ"-নাম ভাষ্যম্

শ্রীশ্রীগুরুচরণেভ্যো নমঃ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

যিনি সমস্ত পার্থিব বন্ধন-ছেদনের লীলা-প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত শরণাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীশ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু সমস্ত (ভজন-) রহস্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সর্ব্ব-জগন্মান্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তৎকৃত "মনঃশিক্ষা" গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিতেছি। এই দ্বাদশটী শ্লোক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগের প্রাণধন। শ্রীদাস-গোস্বামী স্বীয় মনকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

বহুভাগ্যক্রমে যে-সময় জীবের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তাঁহার যাহা যাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য, সেই সমস্তই এই পুস্তিকায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্লোকার্থ ঃ—হে স্বান্ত—হে ভ্রাত মন! তোমার চরণ ধরিয়া কাকুতিবাক্যে আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে,—তুমি শ্রীগুরু, শ্রীব্রজধাম, শ্রীব্রজবাসিগণ, সুজন, ভূসুর-গণ, স্বমন্ত্র, শ্রীহরিনাম ও শ্রীব্রজযুবদ্বন্দ্বের শরণাপত্তিতে দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক অত্যন্ত অপূর্ব্বরতি বিধান কর ॥ ১ ॥

১। **শ্রীগুরু** ঃ—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। গুরুর প্রতি কিরূপ রতি বিধান করিতে হইবে, তাহা দ্বিতীয় শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন।

২। **ব্রজধাম** ঃ—গোকুল, নন্দীশ্বর, গোবর্দ্ধন, শ্যামকুণ্ড, যাবট প্রভৃতি ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাস্থল।

৩। **ব্রজবাসিগণ** ঃ—শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যে-সমস্ত ঐকান্তিক ভক্ত-জীব ব্রজে বাস করেন। শুদ্ধভক্তমাত্রেই ব্রজবাসী, যেহেতু তাঁহারা শরীরে বা মানসে ব্রজে বাস করেন। ইঁহারা **উত্তম ভাগবত**।

৪। **সুজন** ঃ—যে সম্প্রদায়-ভুক্তই হউন, স্বরূপতঃ ব্রজে বাস করেন নাই, এরূপ সাম্প্রদায়িক ও ভগবদ্ভক্তগণ। ইঁহারা **মধ্যম ভাগবত**।

৫। **ভূসুরগণ** ঃ—বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ বৈষ্ণবধর্ম্ম-শিক্ষক ব্রাহ্মণ-গণ। ইঁহারা **কনিষ্ঠ ভাগবত**।

৬। **স্বমন্ত্র** ঃ—শ্রীগুরুর নিকট প্রাপ্ত ভগবন্মন্ত্র।

৭। **হরিনাম** ঃ—'শ্রীহরি', 'শ্রীরাধাকান্ত', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীগোবিন্দ' ইত্যাদি মুখ্যনাম। 'পতিতপাবন', 'পরমাত্মা' ইত্যাদি গৌণনাম। মুখ্যনামই আশ্রয়ণীয়।

৮। **ব্রজযুবদ্বন্দ্বের শরণাপত্তি** ঃ—একান্তভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণাশ্রয়কে 'শরণাপত্তি' বলি।

৯। **দম্ভ** ঃ—মায়া, ছল, অবিদ্যা, কপটতা, অসরলতা, শাঠ্য

তাঁহার দাসের দাস, হৈতে যার বড় আশ,
এ ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন।
মনঃশিক্ষা-ভাষা গায়, যথা শুদ্ধভক্তি পায়,
দয়া করি' করেন শ্রবণ॥
গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে,
শুদ্ধভক্তে, আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগল-ভজন-কামে,
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে॥
ধরি, মন, চরণে তোমার।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ, সকলই ত' কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে॥
ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি।
সেই রতি-প্রার্থনায়, শ্রীদাসগোস্বামি-পায়,
এ ভক্তিবিনোদ করে নতি॥

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—২। মনঃ (হে মন)! [তুমি] কিল (সত্যই) শ্রুতিগণ-নিরুক্তং (শ্রুতিসমূহে অর্থাৎ শাস্ত্রে কথিত) ধর্ম্মং (ধর্ম্মকার্য্য) ন কুরু (করিও না), অধর্ম্মং ন (অথবা অধর্ম্মও করিও না), পরং (কিন্তু), ইহ (এই) ব্রজে (ব্রজধামে) রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যাং (শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা) তনু (অনুষ্ঠান করিতে থাক); [আর] শচীসূনুং (শ্রীশচীনন্দনকে) নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে (নন্দীশ্বর-পতির [নন্দগ্রাম-পতির] পুত্ররূপে) [এবং] গুরুবরং (শ্রীগুরুদেবকে) মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে (শ্রীকৃষ্ণ প্রেষ্ঠরূপে) অজস্রং (সর্ব্বদা) স্মর (চিন্তা কর)।

পূর্ব্বপক্ষঃ—প্রথম সংশয় এই যে, দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় করিয়া জীব কিরূপে জীবন নির্ব্বাহ করিবে? ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যতীত ত' জীবন-যাত্রার নির্ব্বাহ হয় না! দ্বিতীয় সংশয় এই যে, যদি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-ভজন স্বীকার করা যায়, তবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুকে কি বলিয়া জানিবে? তৃতীয় সংশয় এই যে, শ্রীগুরুদেবকে কি করিয়া ভাবনা করা যাইবে? তদুত্তরে মীমাংসা-পূর্ব্বক কহিতেছেন,—

মনঃশিক্ষা-ভাষা

'ধর্ম্ম' বলি' বেদে যা'রে, এতেক প্রশংসা করে,
'অধর্ম্ম' বলিয়া নিন্দে যা'রে।
তাহা কিছু নাহি কর, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহর,
হও রত নিগূঢ় ব্যাপারে ॥
যাচি মন, ধরি' তব পায়।
সে-সকল পরিহরি,' ব্রজভূমে বাস করি',
রত হও যুগলসেবায় ॥
শ্রীশচীনন্দন-ধনে, শ্রীনন্দনন্দন-সনে,
এক করি' করহ ভজন।
শ্রীমুকুন্দ-প্রিয়জন গুরুদেবে জান, মন,
তোমা' লাগি' পতিতপাবন ॥
জগতে প্রকট ভাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাহ আপন কুশল।
তাঁহার চরণে ধরি,' তদাদেশ সদা স্মরি,'
এ ভক্তিবিনোদে দেহ' বল ॥ ২ ॥

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয় ঃ—৩। মনঃ (হে মন)! ত্বং (তুমি) যদি প্রতিজনুঃ (যদি প্রতিজন্মে) ব্রজভুবি (ব্রজভূমিতে) সরাগং (রাগানুগা ভক্তির সহিত) আবাসম্ (বসতি) ইচ্ছেঃ (আকাঙ্ক্ষা কর), [আর], চেৎ (যদি) তৎ যুবদ্বন্দ্বং (সেই তরুণযুগলকে অর্থাৎ শ্রীরাধা-মাধবকে) আরাৎ (সাক্ষাদ্ভাবে) পরিচরিতুং (সেবা করিতে) অভিলষেঃ (বাসনা কর), তদা (তাহা হইলে) স্ফুটং (স্পষ্টই) শৃণু (শুন,)—ইহ (এই জীবনে) স্বরূপং (শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী প্রভুকে), সগণং (নিজজন-সহিত) শ্রীরূপং (শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুকে), তস্য (তাঁহার) অগ্রজম্ অপি (অগ্রজ শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভুকেও) নিত্যং (সর্ব্বদা) প্রেম্ণা (প্রীতিভরে) স্মর (স্মরণ কর), নম (নমস্কার কর)।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—যে-কোন সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা ও শিক্ষা-লাভ করিলে রাগাত্মিকা ভক্তির সহিত ব্রজবাস-লাভ হইতে পারে কি না? **তদুত্তর এই,—**

শ্লোকার্থ ঃ—যদি রাগাত্মিকা ভক্তির সহিত ব্রজবাস লালসা কর এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পরিচর্য্যা আশা

তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি-লক্ষণম্॥
বৈধভক্ত্যাধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষ্যতে॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥
সেবা সাধক-রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥
শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধীভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ অন্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥

অর্থাৎ কেবল রাগাত্মিকা ভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসিদিগের ভাব-প্রাপ্তির জন্য যাঁহার লোভ, তিনিই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রাদিতে নন্দ-যশোদাদির ভাবমাধুর্য্যাদি মাত্র শরণ করতঃ শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া তৎপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষার্থ বুদ্ধিই লোভোৎপত্তির লক্ষণ। রতির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তিতে অধিকার; কারণ বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র ও অনুকূল যুক্তির অপেক্ষা আছে।

কৃষ্ণকে ও নিজাভীষ্ট কৃষ্ণের প্রিয়তমজনকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের কথায় অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে। নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের ভাব পাইতে যাঁহার লোভ আছে, তিনি সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহদ্বারা ও সিদ্ধরূপে অর্থাৎ অন্তঃচিন্তিত অভীষ্ট কৃষ্ণসেবোপযোগী দেহদ্বারা কৃষ্ণের ব্রজস্থ

প্রিয়তমজনের ও তদনুগজনগণের অনুসরণপূর্ব্বক সেবা করিবেন। বৈধীভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি (স্বাদযোগ্য) যে-সকল ভক্ত্যঙ্গ কথিত হইতেছে, এই রাগানুগা ভক্তিতেও তাহারা অঙ্গ, ইহা বিজ্ঞগণ জ্ঞাত হইবেন।

সাধনদশা অতিক্রম করত ভাবদশা। ভাবের অন্য নাম 'রতি'। 'রতি' সম্বন্ধে শ্রীরূপ (উজ্জ্বলনীলমণিতে),—

ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ।
যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম্॥
স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা॥
অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যুর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্।
প্রায়ো ব্যবহ্রিয়ন্তেঽমী প্রেম-শব্দেন সূরিভিঃ॥
যস্যা যাদৃশজাতীয়ঃ কৃষ্ণে প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
তস্যাং তাদৃশজাতীয়ঃ স কৃষ্ণস্যাপ্যুদীয়তে॥

অর্থাৎ এই রতিই প্রৌঢ়াবস্থায় মহাভাবদশা প্রাপ্ত হয়। ইহা বিমুক্ত শ্রেষ্ঠভক্তগণের মৃগ্য। এই রতি দৃঢ় হইলে প্রেমের উদয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়—ইক্ষুর বীজ হইতে ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতপল নামে কথিত হয়। অতএব প্রেমবিলাসসকল স্নেহাদি ছয় প্রকার।

সূরিগণ এ সকলকে প্রায়ই প্রেম-শব্দে অভিহিত করেন। যাহার কৃষ্ণে যে-প্রকার প্রেমার উদয় হয়, কৃষ্ণেরও তাহাতে তাদৃশ প্রীতি উদিত হয়।

নিগূঢ় বিচারে ব্রজে যে শৃঙ্গাররস-সম্বন্ধী প্রেমা, তাহা অন্যান্য সম্প্রদায়ে যদি থাকে, তবে স্বল্প। এতন্নিবন্ধন শ্রীদাস-গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীস্বরূপাদি মহোদয়কে শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিতে তত্ত্বাবলিপ্সু্দিগকে উপদেশ করিয়াছেন।

২। **জন্মে জন্মে,**—প্রেমলক্ষণা রাগাত্মিকা ভক্তি অনেক জন্মে সিদ্ধ হয়। কৃপা হইলে শীঘ্রই সিদ্ধ হয়॥ ৩॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

রাগাবেশে ব্রজধাম- বাসে যদি তীব্র কাম,
থাকে তব হৃদয়-ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস- পরিচর্য্যা-সুলালস,
হয় যদি নিতান্ত অন্তরে॥
বলি তবে, শুন, মম মন।
ভজন-চতুরবর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
প্রভুসেবা যাঁহার জীবন॥
সগণ শ্রীরূপ—যিনি, রসতত্ত্বজ্ঞান-মণি,
লীলাতত্ত্ব যে কৈল প্রকাশ।
তাঁহার অগ্রজ ভাই, যাঁহার সমান নাই,
বর্ণিল যে যুগলবিলাস॥
সেই সব মহাজনে, স্পষ্ট প্রেম-বিজ্ঞাপনে,
স্মর, নম তুমি নিরন্তর।
ভক্তিবিনোদের নতি, মহাজনগণ-প্রতি,
বিজ্ঞাপিত করহ সত্বর॥ ৩॥

অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তি-ব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ॥ ৪॥

অন্বয়ঃ—৪। মনঃ (হে মন)! মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ (শুদ্ধবুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্বাপহারিণী) অসদ্‌বার্ত্তা-বেশ্যাঃ (অসৎ-কথারূপিণী বেশ্যাকে) বিসৃজ (পরিত্যাগ কর); মুক্তিব্যাঘ্র্যাঃ (মুক্তিরূপা ব্যাঘ্রীর) সর্ব্বাত্মগিলনীঃ (আত্মসত্তার নাশিনী) কথাঃ (কথা) কিল (নিশ্চয়ই) ন শৃণু (শ্রবণ করিও না)। ত্বং (তুমি) ব্যোমনয়নীং (পরব্যোমে বৈকুণ্ঠপ্রাপিকা) লক্ষ্মীপতিরতিম্ অপি (শ্রীনারায়ণ-ভক্তিও) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ

করিয়া) ইতঃ (এই) ব্রজে (ব্রজধামে) স্বরতিমণিদৌ (নিজ প্রেমরত্ন-দাতা) রাধাকৃষ্ণৌ (শ্রীরাধাকৃষ্ণকে) ভজ (ভজন কর)।

প্রেমলাভের প্রতিবন্ধক নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

শ্লোকার্থ ঃ—হে মন ! মতিসর্ব্বস্বহরণী অসদ্বার্ত্তারূপা বেশ্যা ও সর্ব্বাত্মগিলনী মুক্তিব্যাঘ্রীর কথা নিশ্চয়রূপে পরিত্যাগ কর। আরও বলি, পরব্যোম-গতিদায়িনীরূপা লক্ষ্মীপতির সম্বন্ধে রতি ত্যাগপূর্ব্বক স্বরতিদ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে ব্রজে ভজনা কর ॥ ৪ ॥

১। **মতিসর্ব্বস্বহরণী অসদ্বার্ত্তারূপা বেশ্যা,**—বেশ্যা যেমন লম্পট ব্যক্তির অর্থ, সর্ব্বস্ব হরণ করে, অসদ্বার্ত্তাও তদ্রূপ মতিসর্ব্বস্ব হরণ করে। পরমার্থলাভে মতিই জীবের একমাত্র ধন। তাহাই ভজনশীল পুরুষের সর্ব্বস্ব। অসদ্বার্ত্তাই কেবল তাহা হরণ করে। অনিত্য বস্তুর আলোচনা ও সম্বন্ধ সমস্তই অসৎ। ক্ষুদ্রার্থপ্রদ শাস্ত্র-আলোচনা, অর্থপিপাসা, স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গি-জনসঙ্গ ইত্যাদি অসদ্বিষয়। তদ্বিষয়ে সাভিলাষ অনুশীলনের নাম 'বার্ত্তা'। মতিসম্বন্ধে শ্রীরায়-রামানন্দ—

> কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
> তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটীসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

অর্থাৎ হে মানবগণ ! কৃষ্ণভক্তিরসদ্বারা ভাবিতা অর্থাৎ সুবাসিতা মতি যদি কোনও স্থানে প্রাপ্ত হও তবে ক্রয় কর,

উহার মূল্য কেবল লালসামাত্র, তদ্ভিন্ন কোটি কোটি জন্মের সুকৃত দ্বারাও ঐ মতি লভ্য হয় না।

২। **সর্ব্বাত্মগিলনী মুক্তিব্যাঘ্রীর কথা,**—এস্থলে 'মুক্তি'-শব্দে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা সাযুজ্যমুক্তি। সাযুজ্যমুক্তি সহজেই সমস্ত আত্মসত্তাকে নাশ করে; যে ব্রহ্মসত্তাকে স্থাপন করে, তাহাও খ-পুষ্পের ন্যায় বাগাড়ম্বরমাত্র। বস্তুতঃ, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্‌ই এক পরম তত্ত্ব। ভগবচ্ছক্তি নিত্যা; অতএব, সেই শক্তি চিদ্‌রূপে ভগবল্লীলা, অচিদ্‌রূপে বা মায়ারূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তথা বদ্ধজীবের স্থূল-লিঙ্গরূপ শরীরদ্বয় এবং তটস্থ-(বা জীবশক্তি) রূপে অনন্ত জীবসকল নিত্য বিস্তার করত ভগবৎ-সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবদ্বিদ্বেষী বা পরমরমণীয়া চিল্লীলার বিরোধী, তাঁহারা স্বকর্ম্মফলে স্বাত্মনাশরূপ একটি ব্রহ্মলয়-গতি ভাণ করিয়া তদালোচনায় সুখ পাইয়াছি, মনে করেন,—দণ্ড্য যেমত আত্মহত্যা করিয়া সুখী হয়, তদ্বৎ। এবংবিধ মুক্তিকথা অর্থাৎ মুক্তি-সাধন-জন্য যে-সকল প্রক্রিয়া ও উপাসনাদি স্থির আছে, তাহার বিষয় এবং তদাগ্রহি-জনের সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। তদ্বিষয়ে শ্রীরূপ—

> ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
> তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
> শ্রীকৃষ্ণ-চরণাম্ভোজসেবা-নির্বৃতচেতসাম্।
> এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ॥

অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ পিশাচী যতদিন হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তথায় ভক্তিপথের অভ্যুদয় কিরূপে হইবে? অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা ভক্তিপথের অন্তরায়। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল-সেবাজাত-পরমানন্দপূর্ণচিত্ত ভক্তদিগের কখনও মোক্ষবাঞ্ছা হয় না।

৩। **ব্যোমনয়নী লক্ষ্মীপতিরতি,**—পরব্যোমরূপ ভগবদ্ধাম—যথায় ঐশ্বর্য্যপ্রধান নারায়ণের অবস্থিতি। লক্ষ্মীপতির সেবার দ্বারা সেই ধামে সামীপ্য, সার্ষ্টি, সালোক্য ও সারূপ্য—এই চারি-প্রকার মুক্তিলাভ হয়। তৎসম্বন্ধে শ্রীরূপ—

যত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।
সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে॥
সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদি-দ্বিধা তত্র আদ্যা সেবাজুষাং মতা॥
কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরৌ।
নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥
তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ হৃতমানসাঃ।
যেষাং শ্রীশ-প্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

অর্থাৎ যদিও পূর্ব্বোক্ত উদাহরণসমূহে সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি পরিত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি সালোক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তি

ভক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নহে, কারণ উক্তপ্রকার মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরও শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়। সালোক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তির দুইটি অবস্থা, যথা—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা ও প্রেমসেবোত্তরা। প্রথমোক্তাবস্থায় সুখ ও ঐশ্বর্য্যের বাঞ্ছাই প্রধান এবং শেষোক্তোবস্থায় প্রেমসেবা-বাঞ্ছাই প্রধান। প্রথমটিকে সেবারসিক ভক্তগণ ভক্তির বিরোধী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রেম-মাধুর্য্যাস্বাদনপর শ্রীহরির একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণ পঞ্চবিধ মুক্তির কোন প্রকারই অঙ্গীকার করেন না। উক্ত প্রেম-মাধুর্য্যাস্বাদক একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে শ্রীনন্দনন্দনের চরণারবিন্দ যাঁহাদের চিত্ত হরণ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। পরব্যোমনাথ লক্ষ্মীপতি নারায়ণের এবং দ্বারকাধীশ রুক্মিণীপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদও তাঁহাদিগের মন হরণ করিতে পারেন না। যদিও শ্রীনাথে ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ সিদ্ধান্তগত কোন ভেদ নাই—ইহাই প্রতিপন্ন হয়, তথাপি সর্ব্বোৎকৃষ্টপ্রেমময় রস-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণরূপেরই উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। কারণ উক্ত প্রেমময় রস স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণরূপকেই উৎকৃষ্টস্বরূপে প্রদর্শন করে।

তদ্বিষয়ে শ্রীহরিদাস,—

অলং ত্রিদিববার্ত্তয়া কিমিতি সার্ব্বভৌমশ্রিয়া
বিদূরতরবর্ত্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি।
কলিন্দ-গিরিনন্দিনী-তটনিকুঞ্জ-পুঞ্জোদরে
মনো হরতি কেবলং নবতমালনীলং মহঃ॥

অর্থাৎ শ্রীহরিদাস—স্বর্গের কথায় আর প্রয়োজন নাই, সকল ভূমির আধিপত্যই বা কি হইবে এবং মোক্ষলক্ষ্মীর নাম কীর্ত্তনও দূরবর্ত্তী হউক, কালিন্দীতটবর্ত্তি-নিকুঞ্জপুঞ্জ মধ্যে নবতমালসদৃশ নীলবর্ণ জ্যোতিই কেবল আমার মনকে হরণ করিতেছে।

৪। **স্বরতিদ,**—আত্মরতিদ। সমস্ত আত্মার আত্মা যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, তাহাতে অণু-চৈতন্যরূপ নিত্য-কৃষ্ণদাস জীবের যে স্বাভাবিকী রতি, তাহাই আত্মরতি। ঐ রতি জীবের নিত্যসিদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও মায়ামুগ্ধ অবস্থায় তাহা অবিদ্যা-জনিত নানা বাসনা-দ্বারা আচ্ছাদিত। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদীশ্বরপুরী,—

ধন্যানাং হৃদি ভাসতাং গিরিবর-প্রত্যগ্রকুঞ্জৌকসাং
সত্যানন্দরসং বিকারবিভবব্যাবৃত্তমন্তর্মহঃ।
অস্মাকং কিল বল্লবীরতিরসো বৃন্দাটবীলালসো
গোপঃ কোঽপি মহেন্দ্রনীলরুচিরশ্চিত্তে মুহুঃ ক্রীড়তু॥

অর্থাৎ পর্ব্বতরাজের বিশুদ্ধ কুঞ্জবাসী ধন্য পুরুষদিগের হৃদয়ের বিকার বিভব-বিরহিত অন্তরের উৎসবরূপ সত্যানন্দরস প্রকাশিত হউক, কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে নিশ্চয় গোপী-রতিরস-স্বরূপ বৃন্দাবন-বিলাসী ইন্দ্রনীলকান্তিশালী কোন গোপ নিরন্তর ক্রীড়া করুন।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী,—

রসং প্রশংসন্তু কবিত্বনিষ্ঠা ব্রহ্মামৃতং বেদশিরোনিবিষ্টাঃ।
বয়ন্তু গুঞ্জা-কলিতাবতংসং গৃহীতবংশং কমপি শ্রয়ামঃ॥

অর্থাৎ কবিত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ রসকে প্রশংসা করুন এবং শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মরূপ অমৃতকে প্রশংসা করুন, কিন্তু আমরা কোন গুঞ্জার অবতংসশালী বংশীধারীকে আশ্রয় করি।

শ্রীকবিরত্ন,—

জাতু প্রার্থয়তে ন পার্থিবপদং নৈন্দ্রে পদে মোদতে
সন্ধত্তে ন চ যোগসিদ্ধিষু ধিয়ং মোক্ষং ন চাকাঙ্ক্ষতি।
কালিন্দী-বনসীমনি স্থিরতড়িন্মেঘদ্যুতৌ কেবলং
শুদ্ধে ব্রহ্মণি বল্লবী-ভুজলতাবদ্ধে মনো ধাবতি॥

অর্থাৎ আমার মন কখন রাজপদ প্রার্থনা করে না, ইন্দ্রপদে আমোদ প্রকাশ করে না, যোগসিদ্ধি বিষয়ে বুদ্ধিকে সন্ধান করে না, মোক্ষের প্রতিও আকাঙ্ক্ষা রাখে না; কিন্তু কেবল কালিন্দীর বনসীমায় স্থিরবিদ্যুৎ ও মেঘদ্যুতিরূপ, গোপীভুজ-লতাবদ্ধ অর্থাৎ আলিঙ্গিত নির্ম্মল ব্রহ্মে ধাবিত হইতেছে।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী,—

অনঙ্গ-রসচাতুরী-চপলচারু-চেলাঞ্চলশ্চল-
ন্মকরকুণ্ডল-স্ফুরিতকান্তি-গণ্ডস্থলঃ।
ব্রজোল্লসিত-নাগরী-নিকররাসলাস্যোৎসুকঃ
স মে সপদি মানসে স্ফুরতু কোঽপি গোপালকঃ॥

অর্থাৎ যিনি কন্দর্পরাসরস-চাতুর্য্যবিশিষ্ট, যাঁহার মনোহর বস্ত্রাঞ্চল অতিশয় চপল, যাঁহার গণ্ডস্থল স্ফুরিত-চঞ্চল-মকরাকৃতি কুণ্ডলের কান্তিশালী এবং যিনি ব্রজস্থ আনন্দময়ী নাগরী-

সমূহের রাসনৃত্যে সমুৎসুক, সেই কোন গোপাল আমার মনোমধ্যে স্ফুরিত হউন।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণের ভজনাদ্বারাই সেই সিদ্ধিরতি-স্বরূপ মণি পুনঃ প্রকটতা লাভ করত মহাভাব পর্য্যন্ত পুষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন, 'অসদ্বার্ত্তা' বলি' জান,
সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।
শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি, জীবের দুর্ল্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি' ॥
শুন, মন, বলি হে তোমায়।
'মুক্তি'-নামে শার্দ্দূলিনী, তা'র কথা যদি শুনি,
সর্ব্বাত্মসম্পত্তি গিলি' খায় ॥
তদুভয় ত্যাগ কর, মুক্তিকথা পরিহর,
লক্ষ্মীপতি-রতি রাখ দূরে।
সে রতি প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে',
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে ॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-রতি, অমূল্য ধনদ অতি,
তাই তুমি ভজ চিরদিন।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, সেই রতি-প্রার্থনায়,
এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন ॥ ৪ ॥

**অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ৫ ॥**

অন্বয় ঃ—৫। মনঃ (হে মন)! ইহ (এই সংসারে) কামাদি-প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ (প্রকাশ্যপথে আক্রমণকারী কাম-প্রভৃতি ব্যসনগণ) অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিঃ (অনিত্য বিষয়-চেষ্টারূপ দুঃখপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুসমূহের দ্বারা) গলে বদ্ধা (গলায় বন্ধন করিয়া) অহং (আমাকে) প্রকামং (যথেচ্ছ) হন্যে (মারিতেছে বা পীড়ন করিতেছে), ইতি (—এই বলিয়া) ত্বং (তুমি) বকভিদ্বর্ত্মপগণে (বকারি শ্রীকৃষ্ণের পথরক্ষক-গণকে অর্থাৎ বৈষ্ণবগণকে) প্রকামং (প্রচুরভাবে) ফুৎকারান্ কুরু (উচ্চ চীৎকার করিয়া অর্থাৎ ফুকারিয়া ডাক) যথা (যাহাতে) সঃ (সেই রক্ষিগণ) ত্বাং (তোমাকে) ইতঃ (ইহাদের হাত হইতে) অবতি (রক্ষা করেন)।

শ্লোকার্থ ঃ—হে মন! কামাদি স্পষ্ট পথপাতি (বাটপাড়) ব্যতিকর (সমূহ-কর্ত্তৃক) অসচ্চেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ বিকট পাশালি-(পাশশ্রেণী) দ্বারা (আমার) গলদেশ বদ্ধ হওয়ায় 'আমি হত হইয়াছি'—এই বলিয়া তুমি কাতরস্বরে বকভিদ্বর্ত্মপগণকে ফুৎকার করিয়া ডাকিতে থাক; তাহাতে তাঁহারা অবশ্য তোমাকে এরূপ অবস্থা হইতে রক্ষা করিবেন ॥ ৫ ॥

১। **কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকর,**—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয়টি প্রকট (স্পষ্ট) পথপাতিব্যতিকর, অর্থাৎ জীবনপথের দস্যুরূপে ব্যতিকর,—পরস্পর মিলিত হইয়া (দস্যুবৃত্তি করে)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

অর্থাৎ ভক্তিশূন্য বৈরাগ্যযোগের অনর্থ আলোচনা কর। বৈরাগ্য চেষ্টা করিতে করিতেও যে-সময় বিষয়ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়ের সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

ভাষ্যকার শ্রীবলদেব,—"বিষয়ান্ শব্দাদীন্ সুখহেতুত্ব-বুদ্ধ্যা ধ্যায়তঃ পুনঃ পুনশ্চিন্তয়তো যোগিনস্তেষু বিষয়েষু সঙ্গঃ আসক্তির্ভবতি, সঙ্গাদ্ধেতোস্তেষু কামতৃষ্ণা জায়তে, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ, ক্রোধাৎ সম্মোহঃ, কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বিজ্ঞান-বিলোপঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতেরিন্দ্রিয়-বিজয়াদি-প্রযত্নানুসন্ধের্বিভ্রমো বিভ্রংশঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিরাত্মজ্ঞানার্থক-স্যাধ্যবসায়স্য নাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি পুনর্বিষয়ভোগনিমগ্নো

ভবতি সংসরতীত্যর্থঃ।" ভাষ্যকার বলদেব বলিতেছেন—শব্দাদি বিষয়কে সুখহেতু বোধে পুনঃ পুনঃ চিন্তাকারী যোগি-সকলের তাহাতে আসক্তি হয়; সঙ্গহেতু তাহাতে কাম-তৃষ্ণা জন্মে; কাম হইতে কাহারও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ (কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বিজ্ঞান-বিলোপ), তাহা হইতে ইন্দ্রিয়বিজয়-প্রযত্নানুসন্ধির বিভ্রম-বুদ্ধি (আত্মজ্ঞানার্থক অধ্যবসায়ের নাশ), বুদ্ধিনাশে বিনাশ অর্থাৎ পুনরায় বিষয় ভোগে নিমগ্ন হয়।

২। **অসচ্চেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ বিকট-পাশালি (পাশ-শ্রেণী) দ্বারা গলে বদ্ধ,**—পূর্ব্ব অসচ্চেষ্টারূপ কষ্টদায়ক ভয়ানক পাশসমূহ-দ্বারা গলদেশ বদ্ধ হওয়ায়।

৩। **বকভিদ্বর্ত্মপগণে,**—'বক' নামক মূর্ত্তিমৎ কপটতা-স্বরূপ অসুর-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া নষ্ট করেন। তাঁহার বর্ত্ম অর্থাৎ প্রেমানুশীলনরূপ পথ। সেই পথের রক্ষক বৈষ্ণবগণ। শ্রীরামানুজ,—

প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক-
ব্যাসাম্বরীষ-শুক-শৌনক-ভীষ্ম-দাল্ভ্যান্।
রুক্মাঙ্গদোদ্ধব-বিভীষণ-ফাল্গুনাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতান্ নমামি॥

অর্থাৎ প্রহ্লাদ, নারদ, পরাশর, পুণ্ডরীক, ব্যাস, অম্বরীষ, শুক, শৌনক, ভীষ্ম, দাল্ভ্য, রুক্মাঙ্গদ, উদ্ধব, বিভীষণ এবং

অর্জ্জুন প্রভৃতি এই সকল পবিত্র পরমভাগবতদিগকে নমস্কার করি। শ্রীসর্ব্বজ্ঞ—

ত্বদ্ভক্তঃ সরিতাং পতিঃ চুলুকবৎ খদ্যোতবদ্ভাস্করং
মেরুং পশ্যন্তি লোষ্ট্রবৎ কিমপরং ভূমেঃ পতিং ভৃত্যবৎ।
চিন্তারত্নচয়ং শিলাশকলবৎ কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ
সংসারং তৃণরাশিবৎ কিমপরং দেহং নিজং ভারবৎ॥

অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমার ভক্ত সমুদ্রকে গণ্ডুষের ন্যায়, সূর্য্যকে খদ্যোতের ন্যায়, সুমেরুকে লোষ্ট্রের ন্যায়, ধরণীনাথ নরপালকে ভৃত্যের ন্যায়, চিন্তামণিসমূহকে শিলাখণ্ডের ন্যায়, কল্পতরুকে কাষ্ঠের ন্যায়, সংসারকে তৃণরাশির ন্যায়, অন্য আর কি বলিব—নিজ-দেহকেও ভারের ন্যায় অবলোকন করেন।

শ্রীমাধব সরস্বতী,—

মীমাংসারজসা মলীমসদৃশাং তাবন্ন ধীরীশ্বরে
গর্ব্বোদগ্রকুতর্ক-কর্কশধিয়াং দূরেঽপি বার্ত্তা হরেঃ।
জানন্তোঽপি ন জানতে শ্রুতিসুখং শ্রীরঙ্গিসঙ্গাদৃতে
সুস্বাদুং পরিবেশয়ন্ত্যপি রসং গুর্ব্বী ন দর্ব্বী স্পৃশেৎ॥

অর্থাৎ মীমাংসাধূলিতে যাহাদিগের চক্ষু মলিন, তাহাদিগের বুদ্ধি ঈশ্বরে প্রবেশ করে না, যাহাদিগের বুদ্ধি 'গর্ব্বই যাহার চরম ফল'—এমন কুতর্কে কর্কশ হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে হরিকথা অতিদূরবর্ত্তিনী এবং বেদজ্ঞ পণ্ডিতসকল শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি ব্যতিরেকে তত্ত্ব জানিয়াও জানিতে পারেন না, যেমন

উৎকৃষ্ট হাতা সুস্বাদু রস পরিবেশন করিলেও সেই রস আস্বাদন করিতে পারে না তদ্রূপ। শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়ে,—

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ॥

অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কহিলেন,—পুত্র! যাহার সহিত যে পুরুষের সহবাস হয়, স্ফটিক মণির ন্যায় তাহার গুণ সেই ব্যক্তিতে প্রতিভাত হয়; এজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের সগণ সমৃদ্ধির নিমিত্ত তুল্য-বাসনাযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে রত হওয়া কর্ত্তব্য। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।২২৯)।

তাৎপর্য্য এই যে, হৃদয়-দোষ যোগ-যাগাদিদ্বারা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু দম্ভহীন বৈষ্ণবের সঙ্গক্রমে শক্তি-সঞ্চার হইলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়॥ ৫॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ- মদ-মৎসরতা-সহ,
জীবের জীবনপথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা-রজ্জুফাঁসে, পথিকের ধর্ম্ম-নাশে,
প্রাণ ল'য়ে করে কষাকষি॥
মন, তুমি ধর বাক্য মোর।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘেরিয়া করে জোর॥

আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
বকশত্রু-সেনাগণে, কৃপা করি' নিজজনে,
যা'তে করে উদ্ধার তোমায়॥
বাটপাড় ছয়জন, অসচ্চেষ্টা রজ্জুগণ,
দিয়া গলে করিল বন্ধন।
প্রাণবায়ু গতপ্রায়, রূপ-রঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ॥ ৫॥

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ-কপট-কুটিনাটী-ভর-খর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরপদ-প্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়॥ ৬॥

অন্বয় ঃ—৬। অরে চেতঃ (ওরে মন)! প্রোদ্যৎকপট-কুটিনাটী-ভরখরক্ষরন্মূত্রে (প্রকাশমান কপট-কুটিনাটী-সমূহরূপ গর্দ্দভের ক্ষরণশীল মূত্রে) স্নাত্বা (স্নান করিয়া) কথং (কেন) আত্মানং (নিজকে) মাম্ অপি (এবং আমাকেও) দহসি (দগ্ধ করিতেছ)? ত্বং (তুমি) গান্ধর্ব্বা-গিরিধর-পদপ্রেম-বিলসৎ-সুধাম্ভোধৌ (শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর চরণজ প্রেম হইতে বিলসিত অমৃত-সমুদ্রে) সদা (সর্ব্বদা) স্নাত্বা (স্নান করিয়া)

স্বং (নিজকে) চ (ও) মাম্ অপি (আমাকেও) নিতরাং (অতিশয়) সুখয় (সুখী কর)।

কাম-ক্রোধাদির দমন হইলেও কপটতারূপ মহাশত্রুকে জয় করিবার উপদেশ,—

শ্লোকার্থ ঃ—হে চেতঃ! তুমি সাধনের পথ অবলম্বন করিয়া স্পষ্ট (উদীয়মান) কপট-কুটিনাটী-ভর (আধিক্য)-রূপ খর হইতে ক্ষরিত মূত্রে স্নান করত আপনাকে পবিত্র মনে করিতেছ; কিন্তু, তদ্দারা তুমি আপনাকে দহন করিতেছ এবং ঐ সঙ্গে ক্ষুদ্রজীব যে আমি, আমাকেও দহন করিতেছ। তাহা না করিয়া কেবল গান্ধর্ব্বা-গিরিধর-পদপ্রেমবিলাসরূপ (প্রেমে বিলসমান) সুধা-সমুদ্রে স্নান করত আপনাকে ও আমাকে নিরন্তর সুখ প্রদান কর॥ ৬॥

১। স্পষ্ট-কপট-কুটিনাটী-ভর (আধিক্যরূপ)-খর হইতে ক্ষরিতমূত্রে,—

সাধক ত্রিবিধ—স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। স্বনিষ্ঠ সাধকগণ বর্ণাশ্রমবিহিত বিধিসমূহের পালন ও নিষেধসমূহের সম্পূর্ণ পরিহার করত ভগবান্ হরিকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। পরিনিষ্ঠিতগণ ভগবৎ-পরিচর্য্যাদি ক্রিয়ার অনুগত করিয়া সমস্ত বিধি-নিষেধানুসারে কার্য্য করেন। তদুভয়ই গৃহস্থ। নিরপেক্ষ সাধকগণ—অগৃহস্থ। নিষ্কপটতা থাকিলে ত্রিবিধ সাধকেরই মঙ্গল। কপটতা থাকিলে সমস্তই ভ্রষ্ঠ হয়।

স্বনিষ্ঠের কপটতা, যথা,—ভগবত্তোষণের ছল করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ-সাধন করা, নিষ্কপট কৃষ্ণদাসদিগের সেবা না করিয়া প্রবল লোকের পরিচর্য্যা করা, প্রয়োজনীয় অর্থাপেক্ষা অধিক অর্থ-সংগ্রহ করা, নিরর্থক অনিত্য উদ্যমে বৈর-নির্যাতনে আগ্রহ করা, বিদ্যাচ্ছলে কুতর্ক শিক্ষা করা এবং কখনও কখনও নিরপেক্ষদিগের লিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা ইত্যাদি। পরিনিষ্ঠিতের কপটতা, যথা,—বাহ্যে পরিনিষ্ঠতা ; কিন্তু, অন্তরে কৃষ্ণেতর-বিষয়ে আগ্রহ, কৃষ্ণদাসের সঙ্গাপেক্ষা অন্য সঙ্গে অধিক যত্ন ইত্যাদি।

নিরপেক্ষের কপটতা, যথা,—আত্মম্ভরিতা, নিজধৃত লিঙ্গের অহঙ্কারে অন্য সাধকগণে ক্ষুদ্রজ্ঞান, আহারাচ্ছাদনের অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ, সাধনচ্ছলে যোষিৎসঙ্গ, কৃষ্ণমন্দির ছাড়িয়া সংসারি-লোকের নিকট অর্থাশায় উপবেশন, ভজনচ্ছলে অর্থাদি-সংগ্রহের জন্য উদ্বেগলাভ এবং বৈরাগ্যলিঙ্গের সম্মাননায় ও বিধি-পালনাসক্তিতে কৃষ্ণরতি ক্ষয় করা,—এই প্রকার। অতএব, ভজন-সম্পর্কে কপট-কুটিনাটী-জনিত কুতর্ক, কুসিদ্ধান্ত ও অনর্থসকলকে গর্দ্দভের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অনেকে ঐ গর্দ্দভমূত্রে স্নাত হইয়া আপনাকে পবিত্র অভিমান করেন। বস্তুতঃ, ঐ মূত্র আত্মদাহী।

২। কেবল গান্ধর্ব্বা-গিরিধর-পদ-প্রেমবিলাসরূপ (প্রেমে বিলাসমান) সুধাসমুদ্রে,—

গান্ধর্ব্বা শ্রীমতী রাধিকা—ভগবৎ-স্বরূপ-শক্তি। গিরিধর

শ্রীকৃষ্ণ—শক্তিমান্ পুরুষ। যুগল-পাদাশ্রয়ের প্রেমজনিত বিশুদ্ধ-চিদ্বিলাসরূপ অমৃত-সমুদ্রে স্নান কর। তদ্বিষয়ে প্রার্থনা-পদ্ধতি—(শ্রীরূপগোস্বামিকৃতা)—

শুদ্ধগাঙ্গেয়-গৌরাঙ্গীং কুরঙ্গীলঙ্গিমেক্ষণাম্।
জিতকোটীন্দুবিম্বাস্যমম্বুদাম্বর-সংবৃতাম্ ॥
নবীন-বল্লবীবৃন্দধম্মিল্লোৎফুল্লমল্লিকাম্।
দিব্যরত্নাত্যলঙ্কার-সেব্যমানতনুশ্রিয়ম্ ॥
বিদগ্ধামণ্ডলগুরুং গুণগৌরবমণ্ডিতাম্।
অতি-প্রেষ্ঠবয়স্যাভিরষ্টাভিরভিবেষ্টিতাম্ ॥
চঞ্চলাপাঙ্গভঙ্গেন ব্যাকুলীকৃতকেশবাম্।
গোষ্ঠেন্দ্রসুতজীবাতু-রম্যবিম্বাধরামৃতাম্ ॥
ত্বামসৌ যাচতে নত্বা বিলুঠন্ যমুনাতটে।
কাকুভির্ব্যাকুলস্বান্তো জনো বৃন্দাবনেশ্বরি ॥
কৃতাগস্কেঽপ্যযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ কুমতাবপি।
দাস্যদানপ্রদানস্য লবমপ্যুপপাদয় ॥
যুক্তস্ত্বয়া জনো নৈব দুঃখিতোঽয়মুপেক্ষিতুম্।
কৃপাদ্যোত-দ্রবচ্চিত্তনবনীতাসি যৎ সদা ॥

অর্থাৎ হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী, তোমার নয়ন কুরঙ্গীর ন্যায় মনোহর, ত্বদীয় মুখমণ্ডল কোটি-পরিমিত চন্দ্রকেও পরাভূত করিয়াছে, নবনীরদের ন্যায় নীলাম্বরে তুমি সুশোভিত। তুমি যাবতীয় গোপিকাগণের শিরোভূষণ মল্লিকাকুসুম-স্বরূপ, সুদিব্য রত্নাদি অলঙ্কারে

তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত। যাবতীয় সুচতুরা গোপিগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা এবং অশেষ গুণ-গৌরবে সুশোভিত, তুমি অতি প্রিয়তম অষ্টসখীতে পরিবেষ্টিত। তুমি অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাকুলিত কর, ত্বদীয় অতি সুন্দর অধর-বিম্বামৃত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জীবনৌষধ-স্বরূপ। হে শ্রীমতি! আমি ব্যাকুলহৃদয়ে যমুনাকূলে লুণ্ঠিত-কলেবর হইয়া তোমাকে প্রণাম-পূর্ব্বক কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি অপরাধী, দুষ্টমতি ও অযোগ্য হইলেও আমাকে তোমার দাসত্ব কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর। হে কৃপাময়ি! এই দুঃখিত জনকে উপেক্ষা করা তোমার কখনই উচিত হয় না, যেহেতু কৃপার প্রভাবে তোমার নবনীত-হৃদয় সর্ব্বদা দ্রবীভূত।

যুগল নাম,—(স্তবমালা)—

রাধামাধবয়োরেতদ্বক্ষ্যে নাম-যুগাষ্টকম্।
রাধাদামোদরৌ পূর্ব্বং রাধিকামাধবৌ ততঃ॥
বৃষভানুকুমারী চ তথা গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
গোবিন্দস্য প্রিয়সখী গান্ধর্ব্বা-বান্ধবস্তথা॥
নিকুঞ্জনাগরৌ গোষ্ঠকিশোর-জন-শেখরৌ।
বৃন্দাবনাধিপৌ কৃষ্ণবল্লভা রাধিকাপ্রিয়ৌ॥

অর্থাৎ এক্ষণে রাধামাধবের যুগল নামাষ্টকরূপ স্তব কীর্ত্তন করিব। প্রথমে রাধাদামোদরের স্তব, তদনন্তর রাধামাধবের

স্তব লিখিত হইবে। যিনি বৃষভানুকুমারী ও যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, যিনি গোবিন্দের প্রিয়সখী ও যিনি গান্ধর্ব্বা অর্থাৎ শ্রীরাধিকার বান্ধব। যিনি নিকুঞ্জবনের নাগরী ও যিনি নিকুঞ্জবনের নাগর, যিনি ব্রজবাসিনী যুবতীবৃন্দের শিরোভূষণ এবং যিনি ব্রজবাসী যুবকবৃন্দের শিরোভূষণ, যিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী ও যিনি বৃন্দারণ্যের অধীশ্বর, যিনি কৃষ্ণবল্লভা ও যিনি রাধিকাপ্রিয়।

—ইত্যাদি নাম আশ্রয়পূর্ব্বক চিদ্রসার্দ্রিতচিত্তে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সময়োচিত-লীলা শুদ্ধহৃদয়ে কল্পনা করত অহরহঃ ব্রজভূমিতে ভ্রমণ করিবে। তাহা হইলে, দৈন্য-শোধিত চিত্তে আর কপটতা স্থান পাইবে না। অন্য চিন্তাকে অবসর দিলেই কপটতা আসিয়া চিত্তকে আক্রমণ করিবে॥ ৬॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

কাম-ক্রোধ-আদি করি', বাহিরে সে সব অরি,
আছে এক গূঢ়শত্রু তব।
'কপটতা'-নাম তা'র, তা'রে কুটিনাটি ভার,
খরমূর্ত্তি পরম কিতব॥
ওরে মন, গূঢ় কথা ধর।
সেই খরমূত্রে ভুলে, স্নান করি' কুতূহলে,
'পবিত্র' বলিয়া মনে কর॥

বনে বা গৃহে বা থাক, সেই খরে দূরে রাখ,
যা'র মূত্রে তুমি আমি জ্বলি।
ছাড়িয়া কাপট্যবশ, যুগল-বিলাসরস-
সাগরে করহ স্নানকেলি ॥
রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দেখিতে যুগল-রসসিন্ধু ॥
জীবন সার্থক করে, সর্ব্বজীব-চিত্ত হরে,
সেই সাগরের এক বিন্দু ॥ ৬ ॥

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাস্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয় ঃ—৭। মনঃ (হে মন)! প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী (প্রতিষ্ঠাশারূপ ধৃষ্টা চণ্ডালিনী) মে (আমার) হৃদি (হৃদয়ে) নটেৎ (যদি নৃত্য করে); [তাই] নন্নু (বলি), শুচিঃ (পবিত্র) সাধুঃ প্রেমা (উত্তম প্রেম) এতৎ (এই হৃদয়কে) কথং (কেমন করিয়া) স্পৃশতি (স্পর্শ করে)? [অতএব] ত্বং (তুমি) অতুলং (অতুলনীয়) প্রভুদয়িত-সামন্তং (প্রভু

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সামন্তকে বা সেনাপতিকে) সদা (সর্ব্বদা) সেবস্ব (সেবা কর), যথা (যাহাতে) সঃ (তিনি) তাং (সেই চণ্ডালিনীকে) ত্বরিতং (শীঘ্র) নিষ্কাস্য (বহিষ্কৃত করিয়া) ইহ (এই হৃদয়ে) তং (সেই সাধুপ্রেমকে) বেশয়তি (প্রবিষ্ট করাইয়া দেন)।

সমস্ত বিষয় পরিহার করিয়াও কেন কপটতা যায় না, এরূপ সংশয় নিরসনার্থ কহিতেছেন,—

শ্লোকার্থ ঃ—হে মন! নির্ল্লজ্জা শ্বপচ-রমণী প্রতিষ্ঠাশা আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, তখন নির্ম্মল সাধু প্রেম সে হৃদয়কে কেন স্পর্শ করিবে? তুমি প্রভু-দয়িত অতুল সামন্তকে সর্ব্বদা সেবা কর। তিনি অতি শীঘ্রই সেই চণ্ডালিনীকে দূর করত নির্ম্মল সাধু প্রেমকে তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইবেন।

১। নির্ল্লজ্জা শ্বপচরমণী প্রতিষ্ঠাশা,—প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিজসম্মাননা, তাহার আশা। অন্য সমস্ত অনর্থ দূর হইলেও প্রতিষ্ঠাশা সহজে যায় না। সেই আশা হইতেই সর্ব্বপ্রকার কপটতা উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হয়। প্রতিষ্ঠাশা—সকল অনর্থের মূল হইয়াও আপনার দোষ স্বীকার করে না, অতএব নির্ল্লজ্জ। যশোরূপ কুক্কুর-মাংস-ভোজন-তৎপর বলিয়া তাহাকে শ্বপচরমণী বলা হইয়াছে। 'স্বনিষ্ঠ'গণ ধার্ম্মিক, দাতা, নিষ্পাপ ইত্যাদি পরিচয়ে প্রতিষ্ঠার আশা করিয়া থাকেন। 'পরিনিষ্ঠিত'গণ 'আমি বিষ্ণুভক্ত,' 'আমি সুষ্ঠু বুঝিয়াছি,' 'আমি অনাসক্ত'—

এরূপ যশোঘোষণার প্রত্যাশা করেন। 'নিরপেক্ষ'গণ 'আমি নির্ম্মল বৈরাগী', 'আমি শাস্ত্রার্থ উত্তম বুঝিয়াছি,' 'আমি ভক্তি-তত্ত্বে সিদ্ধ হইয়াছি',—এরূপ প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করেন। যে-পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা দূর না হয়, সে-পর্য্যন্ত কপটতা যায় না। নিষ্কপট না হইলে নির্ম্মল সাধু প্রেমা লাভ হয় না।

২। নির্ম্মল সাধুপ্রেম—(ভঃ রঃ সিঃ) [শ্রীরূপ]—

সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

অর্থাৎ যাহা হইতে চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয় এবং যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন—এরূপ যে ভাব, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

ভাবাবস্থা-লব্ধ হইয়া কৃষ্ণানুশীলন যখন সম্যক্ নির্ম্মলীভূত ও মমতাতিশয়াত্মক সান্দ্রাত্মা হয়, তখনই তাহার নাম প্রেম হয়। প্রতিষ্ঠাশা পর্য্যন্ত দূর করিলে সম্যক্ চিত্তমাসৃণ্য সম্ভব, নতুবা নহে।

৩। প্রভুদয়িত অতুল সামন্ত,—প্রভুদয়িত শুদ্ধ কৃষ্ণদাস। তাঁহার তুলনা নাই। তিনি প্রভুর সেনাপতি-বিশেষ। শুদ্ধ-বৈষ্ণবের হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির রশ্মি প্রতিফলিত হয়। সেই শক্তি সহজে অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সে-হৃদয়ের দুষ্টতা দূর করিয়া প্রেম উৎপাদন করেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবের আলিঙ্গন, চরণধূলি, অধরামৃত, উপদেশ সমস্তই সেই শক্তির সঞ্চারক হয়। শ্রীশিব,—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

অর্থাৎ মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! যত যত আরাধনা আছে, তন্মধ্যে ভগবদারাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার তাঁহার ভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর। শ্রীভাগবতে—

যৎ-সেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥

অর্থাৎ যে-সকল ভক্তগণের সেবা করিলে নির্ব্বিকার ভগবানের চরণারবিন্দে সমস্ত দুঃখবিনাশক প্রগাঢ় রতির উল্লাস হইয়া থাকে। শ্রীরূপ,—

যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানি হি।
প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্ত-ভক্তেরপি বুধা বিদুঃ॥

অর্থাৎ এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে যে-সকল ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই প্রায় ভক্তগণের ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন।

দৃগম্ভোভির্ধৌতঃ পুলকপটলীমণ্ডিততনুঃ
স্খলন্নন্তঃফুল্লো দধদতিপৃথুং বেপথুমপি।
দৃশোঃ কক্ষাং যাবন্মম স পুরুষঃ কোঽপ্যুপযযৌ ন
জানে কিং তাবন্মতিরিহ গৃহে নাভিরমতে॥

অর্থাৎ নয়নজলে ধৌত, দেহ পুলকিত, প্রতিপদে স্খলিত,

হৃদয় উল্লাসিত এবং অতিশয় কম্পিত—এরূপ কোন অনির্ব্বচনীয় পুরুষ যে-অবধি আমার নয়ন-পদবীতে গমন করিয়াছেন, বলিতে পারি না, কেন যে তদবধি আমার চিত্ত এই গৃহে অভিরত হইতেছে না।

মনঃশিক্ষা-ভাষা

কপটতা হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পুর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে ॥
শুন, মন, নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্ত্তন ॥
কাপট্য তত্নুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভু-প্রেষ্ঠ-পদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥
তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া ॥ ৭ ॥

যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্বা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয় ঃ—৮। মনঃ (হে মন)! ত্বং (তুমি) ইহ গোষ্ঠে (এই ব্রজে) গিরিধরং (গিরিধারীকে) তথা কাক্বা (সেইরূপ দৈন্যোক্তির সহিত) ভজ (সেবা কর), যথা (যাহাতে) অসৌ (তিনি) কৃপয়া (কৃপাপূর্ব্বক) শঠস্য অপি (শঠ হইলেও) মে (আমার) দুষ্টত্বং (দুষ্টস্বভাব) দবয়তি (দূর করিয়া দেন), যথা (যাহাতে) মহ্যং (আমাকে) উজ্জ্বলং প্রেমামৃতম্ অপি (উজ্জ্বল প্রেমামৃতও) দদাতি (প্রদান করেন), যথা (যাহাতে) মাং (আমাকে) শ্রীগান্ধর্ব্বাভজন-বিধয়ে (শ্রীরাধিকার সেবাবিধানে) প্রেরয়তি (আদেশ করেন বা প্রেরণা দেন)।

সাধুসঙ্গদ্বারা শক্তিসঞ্চার-ক্রমে জীবের দুষ্টতা দূর হয় এবং সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। তদ্রূপ সাধুসঙ্গও সহজে লভ্য হয় না, অতএব—

শ্লোকার্থ ঃ—হে মন! তুমি ব্রজমণ্ডলে দৈন্য-কাকুতির সহিত শ্রীগিরিধরকে সেইরূপ ভজনা কর, যাহাতে তিনি কৃপা করিয়া শঠ যে আমি, আমার দুষ্টতা দূর করেন, উজ্জ্বল

প্রেমামৃতও আমাকে দেন এবং শ্রীগান্ধর্ব্বার ভজনলাভের জন্য আমাকে প্রেরণা দান করেন ॥ ৮ ॥

১। **দৈন্য-কাকুতি,**—'আমি অত্যন্ত নিরাশ্রিত ও দীন'—এই ভাব-সমন্বিত নিষ্কপট ভক্তি। তৎপ্রণালী-বিষয়ে শ্রীরূপ—

বৃন্দাবনে বিহরতোরিহ কেলিকুঞ্জে মত্তদ্বিপ-প্রবর-কৌতুক-বিভ্রমেণ।
সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্বদনারবিন্দদ্বন্দ্বং বিধেহি ময়ি দেবি কৃপাং প্রসীদ ॥ ১ ॥
হা দেবি! কাকুভর-গদ্গদয়াদ্য বাচা যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা গান্ধর্ব্বিকে নিজগণে গণনাং বিধেহি ॥ ২ ॥
শ্যামে রমারমণ-সুন্দরতাবরিষ্ঠ-সৌন্দর্য্য-মোহিত-সমস্ত-জগজ্জনস্য।
শ্যামস্য বামভুজবদ্ধতনুং কদাহং ত্বামিন্দিরা-বিরলরূপভরাং ভজামি ॥ ৩ ॥
ত্বাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিনা পিধায় মঞ্জীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি।
কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরাজমানে নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে ॥ ৪ ॥
কুঞ্জে প্রসূন-ফল-কল্পিত-কেলিতল্পে সংবিষ্টয়োর্মধুর-নর্ম্মবিলাসভাজোঃ।
লোকত্রয়াভরণয়োশ্চরণাম্বুজানি সম্বাহয়িষ্যতি কদা যুবয়োর্জনোঽয়ম্ ॥ ৫ ॥
ত্বৎ-কুণ্ডরোধসি বিলাস-পরিশ্রমেণ স্বেদাম্বু-চুম্বিবদনাম্বুরুহশ্রিয়ৌ বাম্।
বৃন্দাবনেশ্বরি কদা তরুমূলভাজৌ সম্বীজয়ামি চমরীচয়চামরেণ ॥ ৬ ॥
লীনাং নিকুঞ্জ-কুহরে ভবতীং মুকুন্দে চিত্রৈব সূচিতবতী রুচিরাক্ষিণাহম্।
ভুগ্নাং ভ্রুবং ন রচয়েতি মৃষা রুষাং ত্বামগ্রে ব্রজেন্দ্রতনয়স্য কদা নু নেষ্যে ॥ ৭ ॥
বাগ্‌যুদ্ধ-কেলিকুতুকে ব্রজরাজসূনুং জিত্বোন্মদামধিকদর্প-বিকাসি-জল্পাম্।
ফুল্লাভিরালিভিরনল্পমুদীর্য্যমাণস্তোত্রাং কদা নু ভবতীমবলোকয়িষ্যে ॥ ৮ ॥
যঃ কোঽপি সুষ্ঠু বৃষভানুকুমারিকায়াঃ সংপ্রার্থনাষ্টকমিদং পঠতি প্রপন্নঃ।
সা প্রেয়সা সহ সমেত্য ধৃত-প্রমোদা তত্র প্রসাদলহরীমুররীকরোতি ॥ ৯ ॥

অর্থাৎ হে দেবি! শ্রীবৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কৌতুকী হইয়া তোমরা দুইজনে নিত্যবিহার করিতেছ, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া তোমাদিগের উভয়ের বদনারবিন্দযুগল একবার দর্শন করাও। হা দেবি! হা গান্ধর্ব্বিকে! আমি অতিশয় মূঢ়, এক্ষণে ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইয়া অতিশয় কাকুস্বরে ও গদ্গদ-বাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি প্রসন্না হইয়া তোমার নিজ-পরিচয় মধ্যে আমাকে গণনা কর। হে শ্রীমতি রাধিকে! যিনি লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্যদ্বারা ত্রিভুবন বিমোহিত করেন, সেই শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে ত্বদীয় বামহস্তাশ্লিষ্ট হইয়া লক্ষ্মী অপেক্ষাও সমধিক রূপবতী তুমি বিরাজ করিতেছ, ঐরূপ যুগল-মূর্ত্তি, আমি কবে ভজনা করিব। হে দেবি! আমি তোমার সখী হইয়া নবীন মেঘের ন্যায় নীলাম্বরে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন ও চরণযুগল নূপুরশূন্য এইরূপ অভিসারিকার সমুচিত বেশভূষা করাইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তা তোমাকে রাত্রিযোগে নিকুঞ্জে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে কবে অভিসার করাইব। হে দেবি! ত্রিভুবনের ভূষণ-স্বরূপ তোমরা নিকুঞ্জে নানাবিধ কুসুমরচিত শয্যায় শয়ান হইয়া মধুর নর্ম্ম-বিলাস করিবে, আমি তোমাদের উভয়ের চরণ সেবা করিব, এমত সময় আমার কবে হইবে? হে বৃন্দাবনেশ্বরি!

স্মরবিলাস পরিশ্রমহেতু তোমাদিগের বদনাম্বুজ ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হইলে শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত ত্বদীয় কুণ্ডের তীরবর্ত্তী তরুমূলে উপবেশন করিবে, আমি ঐ অবস্থায় তোমাদিগকে কবে চামর-দ্বারা ব্যজন করিব? হে রুচিরাক্ষি! তুমি নিকুঞ্জের কোন এক অলক্ষিত স্থানে লুক্কায়িত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা কোনপ্রকারে জানিতে পারিয়া তোমার নিকট গমন করিলে তখন সন্দিহান হইয়া আমাকে অনুযোগ করিলে (আমি বলিয়া দিয়াছি বলিয়া), 'আমি বলি নাই চিত্রাসখী বলিয়া দিয়াছে, অতএব আমার উপর ভ্রূকুটী ও বৃথাকোপ করিও না'—এই প্রকার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে তোমাকে কবে অনুনয়-বিনয় করিব, এমন দিন আমার কবে হইবে? তুমি যখন বাগ্‌যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়া সহর্ষচিত্তে দর্পবশতঃ সমধিক বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছ, তখন তোমার সখীগণ আনন্দিত হইয়া 'রাধার জয়, রাধার জয়' এই প্রকার বাক্যে তোমার স্তব করিতেছে, এইরূপ অবস্থাপন্ন তোমাকে আমি কবে অবলোকন করিব? যে-কোন ব্যক্তি বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার এই সম্প্রার্থনাষ্টক শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন, সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার নিকট আগমন করিয়া অচিরাৎ তাহার প্রতি প্রসন্না হন।

২। **শঠ যে আমি, আমার দুষ্টতা,**—শাঠ্যই বদ্ধজীবের দুষ্টতা; শুদ্ধজীব সহজে সরল। জীবকে অবিদ্যা আশ্রয় করিবামাত্র জীব শঠ, দাম্ভিক, প্রতিষ্ঠাপ্রিয়, কপটী ও অসচ্চেষ্টা-ময় হইয়া ভগবত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী হয়। সেই জীব যদি আপনাকে তৃণাপেক্ষা হীন জ্ঞান, অন্য সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিবার বুদ্ধিসংযুক্ত হয় এবং হরিনাম আশ্রয় করে, তবেই তাহার কৃষ্ণকৃপা ও তৎসহ সাধুকৃপা লাভ হয়।

৩। **উজ্জ্বলপ্রেমামৃত,**—উজ্জ্বল—শৃঙ্গার রস, 'মধুর রস' তাহার নামান্তর। শ্রীরূপ—

> মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতোঽতিরহস্যত্বাৎ।
> পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ স বিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥
> বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং মধুরা রতিঃ।
> নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তো মধুরাখ্যো মনীষিভিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীরূপ—মুখ্য রসসকলের মধ্যে যাহা পূর্ব্বে অতি রহস্যহেতু সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে, ভক্তিরসরাজ সেই রসই মধুর রস। মধুরা রতি বিভাবাদি দ্বারা স্বাদ্যত্ব হইয়া থাকে। যাহার বিষয় বলা হইবে, মনীষিগণ সেই ভক্তিরসকেই মধুরা রতি কহেন। যেরূপ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যে রতি স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ আর চারিটী ভাব সংযুক্ত হইয়া তাহা রসতা লাভ করে, মধুর রসেও তদ্রূপ; মধুর রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণবল্লভা আলম্বন। তাঁহাদের গুণসমূহ উদ্দীপন। লীলাকালে কৃষ্ণবল্লভাদিগেরও এবং সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণেরও অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ও তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব

উদিত হইয়া রসসমুদ্রকে স্ফীত করে। সাধনভক্তির ভাবতা-লাভসময়ে স্থায়িভাব ঘটে। বিভাব ও অনুভাবাদির সংযোগে রসতার প্রাপ্তিকালে প্রেমভক্তি হয়। ইহাকেই ভক্তিরস বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও ব্রজমণ্ডলে গোপিকা-দিগের সহিত সমস্ত লীলাই এই রসের উদাহরণ। এই রস যাঁহার ভাগ্যে লভ্য হয়, তিনি গোপীদিগের অনুগত হইয়া পূর্ব্বোক্তমত কাকুপ্রার্থনা করিতে করিতে যখন শ্রীরাধার কৃপা লাভ করিবেন, তখনই হ্লাদিনীরশ্মি তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করত ঐ রস উদয় করাইবেন; নচেৎ আর কোন-ক্রমেই ঐ রসোদয় হইতে পারে না।

৪। **শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন,**—অণুচৈতন্য জীব স্বীয় ক্ষুদ্রানন্দে কিছু পরিমাণে ব্রহ্মানন্দ বা আত্মানন্দ লাভ করেন। কিন্তু, হ্লাদিনী-শক্তির কৃপা লাভ না করিলে পরানন্দাধিকার প্রাপ্ত হন না। তল্লাভের প্রণালী এই,—পরম দৈন্য-সহকারে জীবের যখন দৈন্য-কাকুতি ব্রজভাবকে লক্ষ্য করিয়া বা ব্রজবাসীর ভাবদর্শনে লোভ-প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখন শ্রীমতীর সখীবৃন্দের মধ্যে বা সখীদিগের সহচরী মঞ্জরীবৃন্দের মধ্যে কাহারও পদ আশ্রয় করত সেবা করিতে করিতে যত যোগ্যতা-বৃদ্ধি হয়, ততই সেবা-অধিকার জন্মে। সখীর কৃপাক্রমে শ্রীমতীর কৃপা হয়। কৃপা যত বৃদ্ধি পায়, হ্লাদিনী শক্তি ততদূর তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীশ্রীরাধা-

কৃষ্ণের যথাযোগ্য নিরন্তর চিদানন্দময়ী সেবা লাভ করায়। এস্থানে সাধকের যে-পর্য্যন্ত পুরুষত্ববোধ থাকে, সে-পর্য্যন্ত এই সেবার অধিকার জন্মে না। পুরুষদেহ বা জড়ীয় স্ত্রীদেহের সহিত ইহাতে কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল শুদ্ধজীবের অণুচৈতন্যের স্ত্রী-স্বভাব হয় মাত্র। দৈহিক স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ আনিতে গেলে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হয়॥ ৮॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

ব্রজভূমি চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
যথা নিত্য রসের বিলাস।
জীবে দিব গূঢ় ধন, চিন্তি' কৃষ্ণ বৃন্দাবন,
জড়ে আনি' করিল প্রকাশ॥

কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর।

তুমি মন, ব্রজধাম, ভ্রমি' ভ্রমি' অবিরাম,
ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাতর॥

অবিদ্যা-বিলাসবশে, ছিলে তুমি জড়রসে,
তুষ্টতা হৃদয়ে পাইল স্থান।
হৈলে তুমি শঠরাজ, ভুলিলে আপন কাজ,
হৃদয়ে বরিলে অভিমান॥

এবে উপদেশ শুন, গাইয়া যুগল-গুণ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন।
দয়া করি' গিরিধর, শুনিয়া কাকুতি-স্বর,
তবে দোষ করিবে শোধন ॥
উজ্জ্বল-রসের প্রীতি, শ্রীরাধাভজন-নীতি,
অনায়াসে দিবেন আমায়।
রূপ-রঘুনাথ মোরে, কৃপা করি' অতঃপরে,
এই তত্ত্ব গোপনে শিখায় ॥

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনেশ্বরীং
মন্নাথত্বে তদতুল-সখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয় ঃ—৯। মনঃ (হে মন)! [তুমি] ব্রজবিপিনচন্দ্রং (শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে) মদীশানাথত্বে (আমার ঈশ্বরীর প্রাণনাথ-রূপে), তাং ব্রজবনেশ্বরীং (সেই শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীকে) মন্নাথত্বে (নিজ ঈশ্বরীরূপে), ললিতাং তু (শ্রীললিতাকে) তদতুল-সখীত্বে (শ্রীরাধার অতুলনীয়া সখীরূপে), বিশাখাং (শ্রীবিশাখাকে) শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে (সকল শিক্ষাপ্রদানের গুরুরূপে),

[এবং] প্রিয়সরো-গিরীন্দ্রৌ (প্রিয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে) তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে (শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও প্রেমক্রীড়ায় রতিদায়করূপে) স্মর (স্মরণ কর)। ভজনবিষয়ে পরস্পর সম্বন্ধ বলিতেছেন,—

শ্লোকার্থ ঃ—হে মন! তুমি ব্রজবিপিন-চন্দ্রকে আমার অধীশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ বলিয়া, ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে মদীয় অধীশ্বরী বলিয়া, শ্রীললিতা সখীকে ব্রজবনেশ্বরীর অতুল-সখী বলিয়া, শ্রীমতী বিশাখাকে শিক্ষাগুরু বলিয়া এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবর্দ্ধনকে তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদ বলিয়া নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ৯ ॥

১। ব্রজবিপিনচন্দ্র,—শ্রীরূপ—

নবজলধর-বর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং
বিকসিত-নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যম্।
কনকরুচি-দুকূলং চারুবর্হাবচূলং
কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্ ॥
মুখজিতশরদিন্দুঃ কেলিলাবণ্যসিন্ধুঃ
করবিনিহিতকন্দুঃ বল্লবীপ্রাণবন্ধুঃ।
বপুরুপসৃতরেণুঃ কক্ষনিক্ষিপ্তবেণু-
র্বচন-বশগধেনুঃ পাতু মাং নন্দসূনুঃ ॥

অর্থাৎ নবীন মেঘের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, চম্পককুসুমে যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, বিকশিত পদ্মের ন্যায় মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত

যাঁহার বদনমণ্ডল, সুবর্ণ-কান্তির ন্যায় যাঁহার শোভা, সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত এবং যিনি ত্রিজগতের সার বস্তু, ঈদৃশ কোন গোপী-কুমারকে আমি স্তব করি। শরৎ-কালীন চন্দ্র অপেক্ষাও যাঁহার মুখমণ্ডল সুশোভিত, যিনি কেলিসমুচিত লাবণ্যের সিন্ধু, যাঁহার হস্তে ক্রীড়াকন্দুক সুশোভিত, যিনি ব্রজরমণীগণের প্রাণবন্ধু, গাভীর খুরোত্থিত ধূলিদ্বারা যাঁহার কলেবর সুশোভিত, যাঁহার কক্ষদেশে বেণু বিরাজিত, ধেনুগণ যাঁহার বাক্যের বশবর্ত্তী এবম্বিধ সেই নন্দ-নন্দন আমাকে রক্ষা করুন।

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটী-নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন ॥
প্রাচীনানাং ভজনমতুলং দুষ্করং শৃণ্বতো মে
নৈরাশ্যেন জ্বলতি হৃদয়ং ভক্তিলেশালসস্য।
বিশ্বদ্রীচীমঘহর তবাকর্ণ্যকারুণবীচি-
মাশাবিন্দুক্ষিতমিদমুপৈত্যন্তরে হন্ত শৈত্যম্ ॥

অর্থাৎ হে দীনবন্ধো! মেঘগণ চাতকের উপর অভিনব বারিবর্ষণ করুক বা বজ্র নিঃক্ষেপ করুক, উপায়ান্তর নাই বলিয়া উহারা যেমন মেঘের স্তব করিতে ক্ষান্ত হয় না, সেইরূপ তুমি আমার প্রতি দয়াই কর বা দণ্ডই কর, এ সংসারে তুমি ভিন্ন

আমার আর অন্য উপায় নাই। হে অঘহর! শুক, অম্বরীষ প্রভৃতি প্রাচীন মহাত্মাদিগের দুষ্কর ভজন-সাধন শ্রবণ করিয়া নৈরাশ্যবশতঃ ভক্তিশূন্য আমার হৃদয় অনুতপ্ত হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মাদি পামর পর্য্যন্ত গামিনী ত্বদীয় কৃপালহরী দৃষ্ট করিয়া আশাবিন্দু-সিক্ত হৃদয় আবার শীতল হইতেছে।

২। **ব্রজেশ্বরীকে মদীশ্বরী,**—শ্রীদাস-গোস্বামিকৃত বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি—

অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন দন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী।
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ ॥
দেবি দুঃখকুল-সাগরোদরে দূয়মানমতিদুর্গতং জনম্।
ত্বং কৃপাপ্রবলনৌকয়াদ্ভুতং প্রাপয় স্বপদ-পঙ্কজালয়ম্ ॥

অর্থাৎ হে স্বামিনি! শ্রীরাধিকে! আমি আপনার দাসী, কিন্তু অতিশয় উৎকট বিরহানল আমার হৃদয়কে সাতিশয় দগ্ধ করিতেছে এবং আমি অত্যন্ত রোদনবশতঃ কাতর হইয়াছি; সুতরাং উপায়শূন্য হইয়া কতিপয় পদ্যের দ্বারা গোবর্দ্ধনের একদেশে বিলাপ করিতেছি।

হে ক্রীড়াকারিণি! শ্রীরাধিকে! আমি নিখিল দুঃখ-সাগরে অতিশয় উত্তপ্ত এবং অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি; অতএব তুমি আমাকে স্বীয় কৃপারূপ প্রবল নৌকাদ্বারা অপূর্ব্ব নিজ পাদ-পঙ্কজ লাভ করাও।

৩। অতুলসখী-ললিতা,—শ্রীরূপ,—

রাধামুকুন্দ-পাদসম্ভবঘর্ম্মবিন্দু-
নির্ম্মঞ্ছনোপকরণী-কৃতদেহলক্ষাম্ ।
উত্তুঙ্গ-সৌহৃদ-বিশেষবশাৎ প্রগল্ভাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ১ ॥

রাকাসুধাকিরণমণ্ডলকান্তি-দণ্ডি-
বক্ত্রশ্রিয়ং চকিত-চারু-চমূরু-নেত্রাম্ ।
রাধাপ্রসাধনবিধান-কলাপ্রসিদ্ধাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ২ ॥

লাস্যোল্লসদ্ভুজগ-শত্রুপতত্রচিত্র-
পট্টাংশুকাভরণ-কঞ্চুলিকাঞ্চিতাঙ্গীম্ ।
গোরোচনারুচিবিগর্হণ-গৌরিমাণং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৩ ॥

ধূর্ত্তে ব্রজেন্দ্রতনয়ে তনু সুষ্ঠু বাম্যং
মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি লাঘবায় ।
রাধে গিরং শৃণু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৪ ॥

রাধামভি ব্রজপতেঃ কৃতমাত্মজেন
কূটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীম্ ।
বাগ্‌ভঙ্গিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৫ ॥

বাৎসল্যবৃন্দবসতিং পশুপালরাজ্ঞ্যাঃ
সখ্যানুশিক্ষণকলাসু গুরুং সখীনাম্ ।
রাধাবলাবরজ-জীবিতনির্ব্বিশেষাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৬ ॥
যাং কামপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়াঃ
প্রেক্ষ্য স্বপক্ষ-পদবীমনুরুদ্ধ্যমানাম্ ।
সদ্যস্তদিষ্ট-ঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৭ ॥
রাধাব্রজেন্দ্রসুত-সঙ্গমরঙ্গচর্য্যাং
বর্য্যাং বিনিশ্চিতবতীমখিলোৎসবেভ্যঃ ।
তাং গোকুলপ্রিয়সখী-নিকুরম্বমুখ্যাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের চরণ-সম্ভূত ঘর্ম্মবিন্দুর অপনয়নরূপ উপকারে যাঁহার শরীর নিযুক্ত এবং অত্যুন্নত সৌহৃদ্য-রসে যিনি অবশ, সেই সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি মিশ্রগুণে মনোহারিণী অপ্রগল্‌ভা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥ যাঁহার মুখশোভা পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডলের কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছে, চকিত মৃগের নেত্রতুল্য যাঁহার নয়নদ্বয় অতি চঞ্চল এবং শ্রীরাধিকার বেশরচনা-ব্যাপারে যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠা, সেই অশেষ স্ত্রীজনোচিত গুণরাশিযুক্তা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥ উদ্ধত নৃত্যে অতিশয় উল্লসিত ময়ূরের বিচিত্রবর্ণ-পিচ্ছের ন্যায় পট্টবস্ত্রের আবরণ এবং কুচ পট্টের (কাঁচুলীর) দ্বারা যাঁহার শরীর অতি ভূষিত এবং স্বকীয় গৌরবর্ণদ্বারা যিনি গোরোচনার

রুচিকেও বিগর্হিত করিতেছেন, সেই অসীম গুণবতী ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥ হে কলঙ্কিনি ! রাধিকে ! তুমি অতিধূর্ত্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি ঔদার্য প্রকাশ করিও না, সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূলতাই প্রকাশ কর এবং আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, এমন প্রকারে যিনি শ্রীরাধিকাকে শিক্ষা-দান করিতেছেন, সেই সমূহ গুণান্বিতা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অল্প মাত্রও চাতুরীপর বাক্য-বিন্যাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যিনি "তুমি অতি সত্যবাদী, সরল ও বিশুদ্ধ-প্রণয়ী" ইত্যাদি বাগ্-ভঙ্গিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লজ্জিত করিতেছেন, সেই সকল গুণনিলয়া ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ যিনি পশুপাল-রাজমহিষীর অর্থাৎ যশোদাদেবীর বাৎসল্যরসের বসতি স্থান এবং সমূহ সখীদিগের সখ্যশিক্ষা বিষয়ের গুরু এবং রাধিকা ও বলদেবের অবরজ (কনিষ্ঠ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার জীবনস্বরূপ, সেই নিখিল গুণসিন্ধু ললিতা আমার নমস্যা হউন ॥ ৬ ॥ বৃন্দাবন-ভবনে যে-কোন যুবতিকে দেখিয়া, বৃষভানুনন্দিনী রাধার স্বপক্ষ জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ ঐ যুবতীর অভিলষিত কার্য্যের ঘটনাদ্বারা যিনি কৃতার্থ করিতেছেন, সেই গুণগ্রাম-সম্পন্না ললিতা দেবীকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ রাধামাধবের সম্মেলনে যে বিনোদন-ক্রিয়া—তাহাই যাঁহার শ্রেষ্ঠ কার্য্য এবং অন্যান্য নিখিল উৎসব হইতে তদ্বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা, সেই গোকুলের প্রিয়-

সখীদিগের প্রধানতমা ও সকল গুণাশ্রয়া ললিতা দেবীকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

৪। **শিক্ষাগুরু বিশাখা,—**

বিশাখোরসি যা বিষ্ণোর্যস্যাং বিষ্ণুর্জলাত্মনি ।
নিত্যং নিমজ্জতি প্রীত্যা তাং সৌরীং যমুনাং স্তমঃ ॥

"বিশাখা যমুনাবপুরিতি বিচারেণ যমুনাস্তুত্যা তৎস্তুতি" রিতি বিদ্যাভূষণঃ ।

অর্থাৎ বিষ্ণু জলস্বরূপা যে বিশাখার বক্ষে প্রীতিসহকারে নিত্য নিমজ্জিত হন, সেই সূর্য্যকন্যা যমুনার স্তব করি। বিশাখাকে যমুনাবপু বিচারে যমুনাস্তুতিতে বিশাখার স্তুতি হয়, ইহা বিদ্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন । শ্রীরূপ—(স্তবমালা)

ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেঽভিপত্তিহারিণী
প্রেক্ষয়াতিপাপিনোঽপি পাপসিন্ধুতারিণী ।
নীর-মাধুরীভিরপ্যশেষচিত্তবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ১ ॥
হারি-বারি-ধারয়াঽভিমণ্ডিতোরুখাণ্ডবা
পুণ্ডরীকমণ্ডলোদ্যদণ্ডজালিতাণ্ডবা ।
স্নান-কাম-পামরোগ্র-পাপ-সম্পদন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ২ ॥
শীকরাভিমৃষ্ট-জন্তু-দুর্ব্বিপাক-মর্দ্দিনী
নন্দনন্দনান্তরঙ্গ-ভক্তিপূরবর্দ্ধিনী ।
তীরসঙ্গমাভিলাষি-মঙ্গলানুবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৩ ॥

দ্বীপ-চক্রবাল-জুষ্ট-সপ্তসিন্ধু-ভেদিনী
শ্রীমুকুন্দনির্ম্মিতোরু-দিব্যকেলি-বেদিনী।
কান্ত-কন্দলীভিরিন্দ্রনীলবৃন্দনিন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৪ ॥

মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাভিমণ্ডিতা
প্রেমনদ্ধ-বৈষ্ণবাধ্ববর্দ্ধনায় পণ্ডিতা।
ঊর্ম্মিদোর্বিলাস-পদ্মনাভপাদবন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৫ ॥

রম্যতীর-রম্ভমাণ-গোকদম্বভূষিতা
দিব্যগন্ধভাক্কদম্ব-পুষ্পরাজিরূষিতা।
নন্দসূনু-ভক্তসঙ্ঘ-সঙ্গমাভিবন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৬ ॥

ফুল্লপক্ষ-মল্লিকাক্ষ-হংসলক্ষ-কূজিতা
ভক্তিবিদ্ধ-দেবসিদ্ধকিন্নরালিপূজিতা।
তীরগন্ধবাহগন্ধজন্মবন্ধরন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৭ ॥

চিদ্বিলাসবারিপূরভূ-র্ভুবঃস্বরূপিণী
কীর্ত্তিতাপিদুর্ম্মদোরুপাপমর্ম্ম তাপনী।
বল্লবেন্দ্রনন্দনাঙ্গরাগভঙ্গগন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ যিনি নিজভ্রাতা যমরাজের নগরের গমন নিবারণ করেন ও দর্শনমাত্রেই পাপীদিগকে পাপসিন্ধু হইতে পরিত্রাণ করেন এবং স্বকীয় জলমাধুর্য্যদ্বারা অশেষজনের চিত্তহারিণী,

সেই পথের বন্ধু সূর্য্যদেবের কন্যা আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ১ ॥ মনোহারিণী বারিধারা দ্বারা যিনি ইন্দ্রের বৃহৎ খাণ্ডবকানন মণ্ডিত করিয়াছেন এবং যাঁহার ধবলবর্ণ পদ্মশ্রেণীতে খঞ্জনারি পক্ষীগণ পরমসুখে নৃত্যসুখ অনুভব করিতেছে এবং কৃতস্নানের কি কথা, স্নানাভিলাষী ব্যক্তিদিগেরও পাপরাশিকে ক্ষীণ করেন, সেই অরবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ২ ॥ যিনি অম্বুকণ-স্পৃষ্ট প্রাণিদিগের সমূহ দুষ্কর্মফল বিনাশ করেন এবং নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তিপ্রবাহকে বর্দ্ধিত করেন এবং তীর সঙ্গাভিলাষী জনগণের মঙ্গলকারিণী, সেই রবিসুতা যমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৩ ॥ যিনি সপ্তদ্বীপ-বেষ্টিত সপ্তসমুদ্রের ভেদকারিণী অর্থাৎ সপ্তসাগর-সঙ্গতা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রকটিত উৎকৃষ্ট কেলি-সমূহ যিনি সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত, এবং স্বকীয় কান্তিপটলদ্বারা ইন্দ্রনীলমণির কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছেন, সেই আদিত্য-তনয়া যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৪ ॥ মনোহর মথুরামণ্ডলদ্বারা যিনি মণ্ডিতা ও প্রেমপরায়ণ বৈষ্ণবজনগণের যিনি রাগমার্গের বৃদ্ধিকারিণী এবং স্বীয় তরঙ্গমালারূপ বাহু-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনতৎপরা, সেই ভানুদুহিতা যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৫ ॥ অতিরমণীয় উভয়তীরস্থ হম্বা-ধ্বনিকারি-গোবৎসগণ-দ্বারা যাঁহার শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কদম্ব পুষ্পশ্রেণীর মনোহর গন্ধে যিনি অতিশয় আমোদিত

এবং নন্দনন্দনের ভক্তগণের সম্মেলনে যাঁহার আনন্দের উল্লাস হইয়া থাকে, সেই দিবাকরনন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৬ ॥ আনন্দিত মল্লিকাক্ষ অর্থাৎ মলিনচঞ্চুচরণ হংস বিশেষের মনোহর কলরবে যিনি প্রতিশব্দিত, এবং দেব, সিদ্ধ কিন্নরগণও হরিভক্তিতে মোহিত-চিত্ত হইয়া যাঁহার পূজা করেন, এবং স্বকীয় তীরের সমীরণদ্বারা যিনি জনগণের জন্ম-বন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভাস্করনন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥ চিদ্বিলাস অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, তদ্রূপ বারি-প্রবাহদ্বারা যিনি ভূ-র্ভুবঃ-স্বরাখ্য লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, কীর্ত্তিতা অর্থাৎ উচ্চারিত হইয়াও মদমত্ত ব্যক্তির মহান্ পাপ-রাশির মর্ম্মচ্ছেদকারিণী এবং জলক্রীড়াবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গলিত কুঙ্কুমাদি অনুলেপনদ্বারা যিনি সৌরভবতী হইয়াছেন, সেই সূর্য্যকন্যা যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥

৫। **প্রিয়সরঃ শ্রীরাধাকুণ্ড,**—তদ্ যথা 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলৌ'—

হে শ্রীসরোবর ! সদা ত্বয়ি সা মদীশা
প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ ।
ত্বঞ্চেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতী মাং
হা দর্শয়াদ্য কৃপয়া মম জীবিতং তাম্ ॥

অর্থাৎ হে রাধাকুণ্ড ! তোমার তীরে সর্ব্বদা মদীশ্বরী সেই রাধিকা বিবিধ কামরঙ্গে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলা

করেন, তুমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় হইতেও প্রিয়, অতএব তুমি কৃপাপূর্ব্বক এই আমার জীবনস্বরূপ শ্রীরাধিকাকে দর্শন করাও। তত্র শ্রীবিশাখাং প্রতি—

ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবি
ত্বমসি সমবয়স্ত্বান্নর্ম্মভূমির্যদস্যাঃ ।
ইতি সুমুখি বিশাখে দর্শয়িত্বা মদীশাং
মম বিরহ-হতায়াঃ প্রাণরক্ষাং কুরুষ ॥

অর্থাৎ হে সুমুখি বিশাখে ! মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা তোমার সমবয়স্ক প্রযুক্ত তুমি ইঁহার কৌতুকাস্পদ হইয়াছ, অতএব ইনি ক্ষণকালও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না, আমিও বিরহকাতরা, সুতরাং ইঁহাকে দর্শন করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।

৬। **গিরীন্দ্র,**—শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত। শ্রীগোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনায় শ্রীদাস গোস্বামী—

গিরিনৃপ হরিদাস-শ্রেণী-বর্য্যেতিনামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্র চন্দ্রাৎ ।
ব্রজনব-তিলকত্বেক্লৃপ্ত-বেদৈঃ স্ফুটং মে-
নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥

অর্থাৎ হে গিরিরাজ ! যখন শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে "হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ" অর্থাৎ হে অবলাগণ ! এই পর্ব্বত হরিদাসসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাগবতীয় পদ্যে তোমার এই নামরূপ অমৃত প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তুমি বেদাদি সকল শাস্ত্রকর্ত্তৃক ব্রজের নূতন তিলক-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি আমাকে নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবর্দ্ধনের দর্শনে কেবলা ভক্তির উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের চিল্লীলার যে-সমস্ত স্থান, সেই সকলই রতিপ্রদ, অতএব সর্ব্বদা স্মরণীয় ॥ ৯ ॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

ব্রজবন-সুধাকর, ব্রজবনের ঈশ্বর,
ব্রজেশ্বরী আমার ঈশ্বরী।
ললিতা তাঁহার সখী, তুল্য তা'র নাহি লিখি,
বিশাখা শিক্ষিকা-পদ ধরি ॥
এইভাবে ভাব, ওরে মন।
রাধাকুণ্ড-সরোবর, গোবর্দ্ধন-গিরীশ্বর,
রতিপ্রদ তত্ত্ব তদীক্ষণ ॥
ব্রজে গোপীদেহ ধরি', মঞ্জরী আশ্রয় করি',
প্রাপ্ত সেবা কর সম্পাদন।
মঞ্জরীর কৃপা হ'বে, সখীর চরণ পা'বে,
সখী দেখাইবে নিত্যধন ॥
প্রহরে প্রহরে আর, দণ্ডে দণ্ডে সেবাসার
করিয়া যুগলধনে ডাক।
সকল অনর্থ যা'বে, চিদ্বিলাস-রস পা'বে,
ভক্তিবিনোদের কথা রাখ ॥

**রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ-নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িত-রাধাং ভজ মনঃ ॥ ১০ ॥**

অন্বয় ঃ—১০। মনঃ (হে মন)! যা (যিনি) সৌন্দর্য-কিরণৈঃ (সৌন্দর্য্য-কিরণদ্বারা) রতিং (রতিদেবীকে) গৌরী-লীলে অপি [এবং] (গৌরীদেবী ও লীলাশক্তিকেও) তপতি (সন্তপ্ত করেন), সৌভাগ্যবলনৈঃ (সৌভাগ্যের অর্থাৎ প্রিয়ত্বের প্রকাশে বা গর্ব্বে) শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ (ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে) পরিভবতি (পরাভূত করেন), বশীকারৈঃ (বশীকরণের দ্বারা) চন্দ্রাবলীমুখ-নবীনব্রজসতীঃ (চন্দ্রাবলীপ্রমুখ তরুণী ব্রজললনাকে) আরাৎ (দূরে) ক্ষিপতি (নিক্ষেপ করেন), তাং (সেই) হরিদয়িতরাধাং (শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধাকে) ভজ (ভজন কর)।

স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় না করিলে কোনক্রমেই শক্তিমত্তত্ত্ব-রূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় লাভ হয় না। অতএব বলিতেছেন,—

শ্লোকার্থ ঃ—হে মন! তুমি একমাত্র শ্রীমতী রাধিকারই ভজন কর; যেহেতু তিনি রতি, গৌরী ও লীলাকে স্বীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা সন্তাপিত করিয়াছেন; শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে সৌভাগ্য-চালনার দ্বারা পরাভূত করিয়াছেন এবং চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজসতীদিগকে কৃষ্ণবশীকারশক্তিদ্বারা

দূরে ক্ষেপণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা সহচরী ॥ ১০ ॥

শ্রীরূপ—অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।

মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥
চারু-সৌভাগ্য-রেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা ॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যশালিনী ॥
সুবিলাসা মহাভাব-পরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুল-প্রেম-বসতির্জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ ॥
গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥

অর্থাৎ এখন বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রধান প্রধান গুণসকল কীর্ত্তন করা যাইতেছে—মধুরা, নবীনবয়সযুক্তা, চঞ্চলনেত্রা, উজ্জ্বল-হাস্যযুক্তা, সুন্দর-সৌভাগ্য-রেখাযুক্তা, সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, সঙ্গীতপ্রসারজ্ঞা, রমণীয়-বাগ্‌বিশিষ্টা, নর্ম্মগুণে পণ্ডিতা, বিনীতা, করুণাপূর্ণা, চতুরা, পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্যযুক্তা, গাম্ভীর্য্যময়ী, সুবিলাসযুক্তা, পরমোৎকর্ষে মহাভাবময়ী (তৃষ্ণাযুক্তা), গোকুলপ্রেমের বসতির আশ্রয়, জগৎশ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্ত যশোযুক্তা, গুরুলোকে অর্পিত-গুরু-স্নেহবতী, সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, কৃষ্ণপ্রিয়া

রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা, সর্ব্বদা কেশবকে স্বীয় অধীনকারিণী।

পুনশ্চ,—মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী।
গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ গান্ধর্ব্বেতি বিশ্রুতা ॥

অর্থাৎ তিনি মহাভাবস্বরূপা, তাঁহার তুল্য গুণ আর কোন গোপিকারই নাই। গোপালোত্তরতাপনীতে তিনি গান্ধর্ব্বা বলিয়া বিশ্রুতা (বিখ্যাতা)।

(রাধা ইতি) ঋক্-পরিশিষ্টে চ—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা" ইতি। অতস্তদীয়মাহাত্ম্যং পাদ্মে দেবর্ষিণোদিতম্—যথা ঃ—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥
হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ॥

অর্থাৎ রাধার সহিত মাধব ও মাধবের সহিত রাধা। পাদ্মেও—রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়স্থান; সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

তথা শ্রীরূপকৃত-'চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ',—

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্।
মণিস্তবক-বিদ্যোতিবেণীব্যালাঙ্গনাফণাম্ ॥ ১ ॥
উপমানঘটামানপ্রহারিমুখমণ্ডলাম্।
নবেন্দুনিন্দিভালোদ্যৎকস্তূরীতিলকশ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

ভ্রূজিতানঙ্গকোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলিম্ ।
কজ্জলোজ্জ্বলতা-রাজচ্চকোরীচারুলোচনাম্ ॥ ৩ ॥

তিলপুষ্পাভনাসাগ্রবিরাজদ্বরমৌক্তিকাম্ ।
অধরোদ্ধূতবন্ধূকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাম্ ॥ ৪ ॥

সরত্নস্বর্ণরাজীব-কর্ণিকাকৃতকর্ণিকাম্ ।
কস্তূরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাম্ ॥ ৫ ॥

দিব্যাঙ্গদ-পরিষঙ্গ-লসদ্ভুজমৃণালিকাম্ ।
বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাবিকাম্ ॥ ৬ ॥

রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি-বরাঙ্গুলিকরাম্বুজাম্ ।
মনোহর-মহাহার-বিহারিকুচকুট্মলাম্ ॥ ৭ ॥

রোমালিভুজগীমূর্দ্ধরত্নাভতরলাঙ্কিতাম্ ।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধক্ষীণভঙ্গুরমধ্যমাম্ ॥ ৮ ॥

মণিসারসনাধারবিস্ফারশ্রোণিরোধসম্ ।
হেমরম্ভামদারম্ভ-স্তম্ভনোরুযুগাকৃতিম্ ॥ ৯ ॥

জানুদ্যুতি-জিতক্ষুল্লপীতরত্নসমুদ্গকাম্ ।
শরন্নীরজনীরাজ্য-মঞ্জীরবিরণৎপদাম্ ॥ ১০ ॥

রাকেন্দুকোটিসৌন্দর্য্যজৈত্রপাদনখ-দ্যুতিম্ ।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাম্ ॥ ১১ ॥

মুকুন্দাঙ্গকৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মিতরঙ্গিতাম্ ।
ত্বামারব্ধপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি ॥ ১২ ॥

অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাবমাধুরীবিহ্বলান্তরে ।
অশেষনায়িকাবস্থা-প্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বমাধুর্য্যবিঞ্ছোলীনির্ম্মঞ্ছিতপদাম্বুজে ।
ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলে ॥ ১৪ ॥

গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দসীমন্তোত্তংসমঞ্জরি ।
ললিতাদি-সখীযূথজীবাতু-স্মিতকোরকে ॥ ১৫ ॥

চটুলাপাঙ্গমাধুর্য্যবিন্দূন্মাদিত-মাধবে ।
তাতপাদযশঃস্তোমকৈরবানন্দচন্দ্রিকে ॥ ১৬ ॥

অপারকরুণাপূরপূরিতান্তর্মনোহ্রদে ।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি নিজদাস্যস্পৃহাজুষি ॥ ১৭ ॥

ক্বচিৎ ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা ।
প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গপ্রসাদাদ্দ্রক্ষ্যসে ময়া ॥ ১৮ ॥

ত্বাং সাধু মাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা ।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা ॥ ১৯ ॥

কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি ।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥ ২০ ॥

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে ।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ॥ ২১ ॥

ব্রজরাজকুমারবল্লভাকুল-সীমন্তমণি প্রসীদ মে ।
পরিবারগণস্য তে যথা, পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥ ২২ ॥

করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি ।
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ, সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ ॥ ২৩ ॥

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবম্ ।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্ ॥ ২৪ ॥

অর্থাৎ হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! আমি তোমাকে বন্দনা করি,

তুমি অভিনব গোরোচনার ন্যায় গৌরাঙ্গী, সুন্দর নীলপদ্মের ন্যায় তোমার বসন, তোমার লম্বিত বেণীর উপরিস্থ মণিরত্ন-খচিত কবরীবন্ধ যেন ফণাযুক্ত ভুজঙ্গিনী বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১ ॥ তোমার মুখমণ্ডলচন্দ্র পদ্ম প্রভৃতি যাবতীয় উপমান পদার্থের গর্ব্ব খর্ব্ব করে, নবোদিত ইন্দুকলার ন্যায় তোমার ললাট কস্তূরি-তিলকে সুশোভিত ॥ ২ ॥ তোমার ভ্রূযুগলদ্বারা অনঙ্গের শরাসন তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি চঞ্চল নীলবর্ণ কুটিলকুন্তলে সুশোভিত, কজ্জলে সুশোভিত ত্বদীয় নয়ন-যুগল চকোরীমিথুন বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৩ ॥ তিলকুসুমের মত নাসাগ্রে উৎকৃষ্ট মুক্তা সুশোভিত, বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় তোমার অধর ও কুন্দাবলীর ন্যায় দন্তরাজি সুশোভিত ॥ ৪ ॥ রত্নজড়িত স্বর্ণপদ্মের কর্ণিকার তোমার কর্ণভূষণ, তোমার চিবুক কস্তুরী-বিন্দুতে সুশোভিত এবং তুমি রত্নময় কণ্ঠহারে অলঙ্কৃত ॥ ৫ ॥ তোমার মৃণালস্বরূপ ভুজদ্বয় সুন্দর অঙ্গদভূষণে ভূষিত, এবং মণিবন্ধ সুমধুর ধ্বনিবিশিষ্ট ইন্দ্রনীল-মণিময় বলয়দ্বারা সুশোভিত ॥ ৬ ॥ তোমার করপদ্মস্থ অঙ্গুলিসকল রত্নাঙ্গুরীয় দ্বারা সুশোভিত, তোমার স্তনযুগল মনোহর মহাহারে বিভূষিত ॥ ৭ ॥ তোমার হৃদয়ে বিরাজিত হার-মধ্যস্থিত মণিকে রোমাবলীরূপ ভুজঙ্গিনীর মস্তকস্থিত রত্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার অতিশয় ক্ষীণ ও কুচভরে ভঙ্গুর মধ্যস্থান ত্রিবলিরূপ লতাদ্বারা যেন বেষ্টিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ তোমার বিশাল কটিতটে

মণিময় কিঙ্কিণী সুশোভিত, তোমার উরুযুগল স্বর্ণ-কদলীর মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে ॥ ৯ ॥ তোমার সুন্দর জানুযুগলের শোভায় পীতবর্ণ রত্নময় সমুদ্গকের (কৌটার) শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, সুন্দর ও শব্দায়মান নূপুরযুক্ত ত্বদীয় পদযুগল শরৎ-কালীন প্রফুল্ল পদ্ম দ্বারা নীরাজিত ॥ ১০ ॥ তোমার পাদপদ্মস্থ নখদ্যুতি দ্বারা কোটি কোটি পূর্ণ শশধরের সৌন্দর্য্য অপহৃত হইয়াছে, স্তম্ভ-স্বেদাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাবে কৃষ্ণাঙ্গে অপাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া তোমার অনঙ্গ-তরঙ্গ উচ্ছলিত হয় এবং তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ কর, অতএব হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! এবম্বিধ গুণশালিনী তোমাকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১-১২ ॥ অয়ি শ্রীমতি ! সমুদিত মহাভাব-মাধুরীদ্বারা তোমার অন্তঃকরণ বিবশ হইয়াছে, তোমাতে অশেষ প্রকার নায়িকার লক্ষণ থাকায় ত্বদীয় ভাব-ভঙ্গী সকলের আশ্চর্য্য-কারিণী ॥ ১৩ ॥ সমস্ত নায়িকাগত মাধুর্য্যাদিগুণ তোমার পাদপদ্মের নির্ম্মঞ্ছন করিতেছে, লক্ষ্মীর প্রার্থনীয় সৌন্দর্য্য তোমার পাদপদ্ম-নখপ্রান্তে বিরাজিত ॥ ১৪ ॥ তুমি গোকুলবাসিনী সমস্ত ব্রজরমণীর শিরোভূষণ কুসুমমঞ্জরী-স্বরূপ, ত্বদীয় মন্দ মন্দ হাস্য-কলিকা ললিতাদি সখীবৃন্দের জীবনৌষধ-স্বরূপ ॥ ১৫ ॥ তুমি চঞ্চল অপাঙ্গরূপ মাধুর্য্য-বিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত কর, তুমি নিজপিতা বৃষভানুর কীর্ত্তিকলাপরূপ কুসুমের আনন্দ-দায়িনী চন্দ্রিকা-স্বরূপ ॥ ১৬ ॥ তোমার অন্তঃকরণরূপ মহাহ্রদ

অপার করুণা-প্রবাহে পরিপূর্ণ, হে দেবি! তোমার দাসত্বাভিলাষী এই জনের প্রতি প্রসন্না হও ॥১৭॥ হে দেবি! তোমার মানান্তে চাটুবচন-পটু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত মিলন প্রার্থনা করিলে তুমি চঞ্চল অপাঙ্গদ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্না হইতেছ, এই প্রকার তোমার ভাব আমি কবে দেখিতে পাইব? ১৮ ॥ শিল্পকার্য্যে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সুন্দর মাধবী কুসুমদ্বারা তুমি অলঙ্কৃত হইতেছ এবং তৎকর-স্পর্শে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়হেতু তোমার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইলে আমি তালবৃন্ত দ্বারা তোমার সেই শ্রীঅঙ্গে কবে ব্যজন করিব! ১৯॥ হে দেবি! হে সুন্দরি! কৃষ্ণসহ বিহারান্তে ত্বদীয় কুটিল কেশপাশ আলুলায়িত হইলে তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার করিবার জন্য এই জনকে কবে আদেশ করিবে? ২০ ॥ হে বিম্বোষ্ঠি! আমি তোমার মুখাম্বুজে তাম্বুল অর্পণ করিব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা ভক্ষণ করিবেন, তোমাদিগের উভয়ের এই প্রকার ভাব আমি কবে দর্শন করিব? ২১ ॥ হে শ্রীমতি! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সীগণের শিরোভূষণ, অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও এবং যাহাতে অচিরাৎ তোমার পরিবারগণের মধ্যে গণিত হইতে পারি সেইরূপ অনুকম্পা কর ॥ ২২ ॥ হে বৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনি! আমি পুনঃ পুনঃ তোমার করুণা প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি এইরূপ কর যে, আমি তোমার সখী হইব, তুমি মানিনী হইলে তোমার সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার

নিকট আসিয়া তোমার সহিত মিলনের জন্য কত চাটুবাক্য বলিবেন, তৎপরে আমি তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তোমার নিকট লইয়া যাইব ॥ ২৩ ॥ বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'-নামক এই স্তব যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন, তিনি অচিরকাল মধ্যে সেই শ্রীরাধিকার কৃপাপাত্র হয়েন ॥ ২৪ ॥

এইপ্রকার স্তোত্রাদিদ্বারা ও সেবা-পরিচর্য্যাদ্বারা শ্রীরাধাকে ভজনা কর। শ্রীদাসগোস্বামী এতদূর বলিয়াছেন,—

লক্ষ্মীর্যদঙ্ঘ্রি-কমলস্য নখাঞ্চলস্য
সৌন্দর্য্যবিন্দুমপি নার্হতি লব্ধুমীশে।
সা ত্বং বিধাস্যসি ন চেন্মম নেত্রদানং
কিং জীবিতেন মম দুঃখদাবাগ্নিদেন ॥
আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
তচ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥

অর্থাৎ হে প্রাণেশ্বরি! লক্ষ্মীদেবীও যাঁহার পাদপদ্মের নখাঞ্চলের সৌন্দর্য্যবিন্দুও লাভ করিতে সমর্থা নহেন, সেই তুমি যদি আমাকে ত্বদীয় লীলাদি দর্শন-যোগ্য চক্ষুদান না কর, তবে এই দুঃখরূপ দাবাগ্নিপ্রদ জীবনে ফল কি? হে বরোরু! সম্প্রতি আমি অমৃতসাগররূপ আশাসমূহে নিশ্চয় অতি কষ্টসৃষ্টে কাল যাপন করিলাম, তুমি যদি আমাকে কৃপা

না কর, তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস, অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই।

জীবের মধ্যে যদি ব্রজভাবে রতি জন্মে, তবে শ্রীগুরুর নিকট বিদিত স্বীয় সম্বন্ধ অবগত হইয়া, নিজ সেবা-সাধন-জন্য আদৌ সেই গুরুদেবের স্বরূপগত তত্ত্ব (অর্থাৎ গুরুরূপা) মঞ্জরীর পদ আশ্রয় করিয়া ভজন-সাধন করিবেন। ভজন-সাধন করিতে করিতে মঞ্জরীর কৃপা হইলে (সেবকের দর্শনে গুরুরূপা) সখীর নিকট সেবালাভ হয়। তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে করিতে তাঁহার কৃপা হইলে শ্রীরাধার সাক্ষাৎকার হয়। তাঁহার কৃপা হইলে যুগল-লীলায় সেবালাভ হয়। সমস্তই নিষ্কপট দৈন্য, লালসা ও একান্ততা হইতে সিদ্ধ হয়।

মনঃশিক্ষা-ভাষা

সৌন্দর্য্য- কিরণমালা, জিনে রতি, গৌরী, লীলা,
অনায়াসে স্বরূপবৈভবে।
শচী, লক্ষ্মী, সত্যভামা, যত ভাগ্যবতী রামা,
সৌভাগ্যবলনে পরাভবে॥
ভজ, মন, চরণ তাঁহার।
চন্দ্রাবলী-মুখ যত, নবীনা নাগরী শত,
বশীকারে করে তিরস্কার॥

সে যে কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরী, কৃষ্ণ-প্রাণাহ্লাদকরী,
হ্লাদিনী স্বরূপশক্তি সতী।
তাঁহার চরণ ত্যজি,' যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভজি,'
কোটিযুগে কৃষ্ণগেহে গতি॥
সখীকৃপা-ভেলা ধরি,' প্রেমসিন্ধুমাঝে চরি,'
বৃষভানুনন্দিনী-চরণে।
কবে বা পড়িয়া র'ব, ঈশ্বরীর কৃপা পা'ব,
গণিত হইব নিজজনে॥

সমং শ্রীরূপেণ স্মর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎসেবা-লভন-বিধয়ে তদ্গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যা-ধ্যান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ॥ ১১॥

অন্বয়—১১। মনঃ (হে মন)! ত্বং (তুমি) ব্রজে (বৃন্দাবনে) শ্রীরূপেণ সমং (শ্রীরূপের সহিত) [ও] তদ্গণযুজোঃ (ত্বদীয় অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উভয়ের গণসহিত) স্মরবিবশরাধা-গিরিভৃতোঃ (মদনবিহ্বল শ্রীরাধা-গিরিধারীর) সাক্ষাৎসেবালভন-বিধয়ে (সাক্ষাৎ সেবালাভের সাধনরূপে) নীত্যা (নির্দ্দেশানুসারে) ইদং (এই)

তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতিপঞ্চামৃতং (তাঁহার অর্চ্চন-কীর্ত্তন-ধ্যান-শ্রবণ-প্রণামরূপ-পঞ্চামৃত) ধয়ন্ (পান করিয়া) অনুদিনং (প্রত্যহ) গোবর্দ্ধনং (শ্রীগোবর্দ্ধনের) ভজ (সেবা কর)। এখন গূঢ়ভজনের সাধনাঙ্গসকল বলিতেছেন,—

শ্লোকার্থ ঃ—হে মন ! তুমি ব্রজে স্বগণ-সহিত স্মরবিলাস-পরায়ণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবা লাভকরণার্থ শ্রীরূপের সহিত সগণ শ্রীনন্দনন্দনের ইজ্যা, আখ্যা, ধ্যান, শ্রবণ ও নতি,—এই পঞ্চবিধ অমৃত যথানীতি পান করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধনকে ভজনা কর ॥ ১১ ॥

১। **স্বগণ-সহিত**—শ্রীদাম-সুবলাদি-বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীললিতা-বিশাখাদি-বেষ্টিতা শ্রীরাধিকা।

২। **স্মর-বিলাস-পরায়ণ,**—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য-রসাপেক্ষা শৃঙ্গার-রসবিলাসকে অধিক প্রিয় জানিয়া তাহাতে অনুরক্ত।

৩। **ব্রজে সাক্ষাৎ-সেবা-লাভ,**—সাধন-সময়ে যে সেবা, তাহা সাক্ষাৎ-সেবার অনুসরণ। সিদ্ধি-সময়ে প্রথমে দূরবর্ত্তি-সেবা-লাভ হয়। ক্রমশঃ মঞ্জরীর অনুগত হইয়া দূরবর্ত্তি-সেবা করিতে করিতে সখীদিগের নিকটবর্ত্তি-সেবার প্রাপ্তি হয়; তাহা করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ-সেবালাভ হয়। সেবা বহুবিধা অর্থাৎ কুঞ্জ-পরিষ্কার, শয্যা-প্রস্তুত, জলানয়ন, পর্ণ-প্রস্তুত, কর্পূরদান প্রভৃতি—সেবা অনন্ত।

অনন্ত সংখ্যক পরিচারিকা একটী একটী সেবা পাইয়া তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। সাক্ষাৎ-সেবা জীবের চিদ্দেহ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ দেহলাভ হইলে সম্ভব হয়। সাক্ষাৎ-সেবাকালে একমাত্র মধুর-রসগত নিগূঢ়ভাব-জনিত অমিশ্র পরমানন্দ, যাহার ক্ষয় হয় না ও যাহা নিত্য নূতনবিষয়াবলম্বী বলিয়া যাহাতে তৃপ্তি নাই, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধনশীল অতুলানন্দ উত্থিত হয়, তাহাই হৃদয়ে জাগরূক থাকে। তখন সেবাসুখ ব্যতীত স্বার্থান্তর নাই বলিয়া দুঃখলেশ হৃদয়কে স্পর্শ করে না। মধুর-রসাশ্রিত বিপ্রলম্ভাদি-ঘটনাক্রমে যে দুঃখ, তাহাও পরমানন্দের রূপান্তর মাত্র, জড়দেহের দুঃখের ন্যায় নয়।

৪। **শ্রীরূপের সহিত,**—'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' নামক গ্রন্থাদিতে মধুর-রসাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী যে নীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক। তদ্ যথা—

> শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
> শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥
> সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
> নাম-সংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥
> অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্বং বিলিখিতস্য চ।
> নিখিলশ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র কীর্ত্তনম্ ॥

অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যাদি, রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন, যাঁহার অভিপ্রায় আত্মসদৃশ

এবং যিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্নিগ্ধ—এ প্রকার সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবন প্রভৃতি পাঁচটী অঙ্গ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি অন্যান্য অঙ্গ হইতে এই কয়েকটীর শ্রেষ্ঠতা জানাইবার জন্য এইস্থানে পুনর্ব্বার কীর্ত্তিত হইল। অথবা, শ্রীরূপ নিজ-সিদ্ধান্তানুসারে যেরূপ ভজন করিয়াছেন, তদ্রূপ।

৫। **ইজ্যা,**—শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবন অর্থাৎ অর্চ্চন। শ্রীহরি-বাসন-সম্মান, মাল্য-তিলকাদি-ধারণ, চরণামৃত-প্রসাদ-সেবনাদি ব্রত, তুলসী-সেবা ইত্যাদি কয়েকটী অঙ্গ ইহার অন্তর্গত।

৬। **আখ্যা,**—ভক্তিশাস্ত্র-পাঠ, ভক্তমণ্ডলীতে হরিকথা, শ্রীনাম ও লীলা-গুণাদি-কীর্ত্তন।

৭। **ধ্যান,**—স্মরণান্তর্গত কার্য্য-বিশেষ। এস্থলে স্মরণকেই ধ্যান বলিয়াছেন। যথা শ্রীজীব,—

স্মরণং মনসানুসন্ধানম্। অথ ক্রম-সোপানরীত্যা সুখলভ্যং গুণ-পরিকরসেবালীলাস্মরণঞ্চানুসন্ধেয়ম্। স্মরণং পঞ্চবিধম্। যৎ-কিঞ্চিদনু-সন্ধানং স্মরণম্; সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা; বিশেষতো রূপাদি-চিন্তনং ধ্যানম্; অমৃতধারাবদবিচ্ছিন্নং তৎ ধ্রুবানু-স্মৃতিঃ; ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণং সমাধিরিতি।

অর্থাৎ (ভক্তিসন্দর্ভ) স্মরণ—মনসানুসন্ধান। অনন্তর পূর্ব্ববৎ ক্রমসোপান নিয়মানুসারে সুখলভ্য গুণ, পরিকর, সেবা এবং লীলার স্মরণ ও অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই

স্মরণ পঞ্চবিধ, তন্মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ', সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক সামান্যভাবে মনোনিবেশের নাম 'ধারণা', বিশেষরূপে রূপাদি চিন্তার নাম 'ধ্যান', উক্ত ধ্যানই অমৃতধারা-তুল্য অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে 'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং যে-ধ্যানে কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুরই স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা 'সমাধি' নামে কথিত হয়।

৮। **শ্রবণ,**—সাধুমুখে ভগবন্নামলীলাদি-কীর্ত্তন-শ্রবণ। অপরাহ্ণে যে পুরাণ-শ্রবণাদি ব্যবস্থা, তাহা ইহার অন্তর্গত।

৯। **নতি,**—শ্রীমূর্ত্তির নিকট বা ভগবল্লীলা-স্মরণোদ্দীপক স্থানাদি দর্শনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম-করণ।

১০। **শ্রীগোবর্দ্ধন-ভজন,**—শ্রীদাসগোস্বামী এই কথাটি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এবং সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। শ্রীদাসগোস্বামীকে ভক্তজন-হৃদয়াকাশচন্দ্র শ্রীমচ্চৈতন্যদেব শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা অর্পণ করেন। যথা:—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া,
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং,
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥

অর্থাৎ পতিত এবং কুৎসিত জন যে আমি, আমাকে যিনি কৃপাদ্বারা মহাসম্পদ এবং কলত্রাদি হইতে উদ্ধার করত স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছিলেন এবং

যিনি প্রিয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া আমার বক্ষস্থলে গুঞ্জাহার এবং আমাকে গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন।

সেই গোবর্দ্ধনশিলা সাক্ষাৎ ভগবৎ-পদার্থ। তদ্ভজন অথবা শ্রীদাসগোস্বামী শ্রীগোবর্দ্ধনে বাস করেন, সে-স্থান ছাড়িব না,—এইরূপ নিষ্ঠাও শ্রীগোবর্দ্ধন-ভজন। সাধারণ-পক্ষেও দুইটী অর্থ। একটী এই যে, সেবনীয় শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলাতে পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে পূজা কর। অন্য অর্থ এই যে, শ্রীগোবর্দ্ধন-নামা লীলাস্থান এবং উপলক্ষণে সমস্ত ব্রজমণ্ডলে নিষ্ঠার সহিত ভগবদারাধন কর। ইহাতে শ্রীরূপোক্ত মথুরামণ্ডলবাসের যে প্রধান অঙ্গত্ব, তাহাই বাক্যান্তরে কথিত হইয়াছে।

১১। নীত্যা,—নীতি-শব্দে কেবল বিধিকে বুঝিতে হইবে না। যিনি বিধি-ভক্তির অধিকারী, তিনি বিধিক্রমে ভজন করিবেন। যিনি রাগানুগা ভক্তির অধিকারী, তিনি শ্রীরূপ-প্রদর্শিত রাগনীতিকে অবলম্বনপূর্ব্বক ভজনকরিবেন ॥ ১১ ॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে, রাধাকৃষ্ণ সখীসনে,
লীলারসে নিত্য থাকে ভোর।
সেই দৈনন্দিন লীলা, বহুভাগ্যে যে সেবিলা,
তাহার ভাগ্যের বড় জোর ॥

মন, যদি চাহ সেই ধন।
শ্রীরূপের সঙ্গ ল'য়ে, তাঁ'র অনুচরী হ'য়ে,
কর তাঁ'র নির্দ্দিষ্ট ভজন ॥
হৃদয়ে রাগের ভাবে, কালোচিত সেবা পা'বে
সদা রসে রহিবে মজিয়া।
বাহিরে সাধন-দেহ, করিবে ভজন-গেহ,
নিঃসঙ্গে বা সাধুসঙ্গ লঞা ॥
যুগলপূজন, ধ্যান, নতি, শ্রুতি, সঙ্কীর্ত্তন,
পঞ্চামৃতে সেব গোবর্দ্ধনে।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দৃঢ়মতি এরূপ ভজনে ॥

মনঃশিক্ষাদৈকাদশক-বরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থততি যঃ।
সযূথ-শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং স লভতে ॥ ১২ ॥

অন্বয় ঃ—১২। যঃ জনঃ (যে জন) সযূথ-শ্রীরূপানুগঃ ভবন্ (সগণ শ্রীরূপ প্রভুর অনুগত হইয়া) সমধিগতসর্ব্বার্থততি (সমস্ত অর্থসমূহের সম্যক্ বোধপূর্ব্বক) এতৎ (এই) মনঃশিক্ষা-দৈকাদশকবরং (মনের শিক্ষাপ্রদ উত্তম একাদশক) মধুরয়া

গিরা (মধুর বাক্যে) উচ্চৈঃ গায়তি (উচ্চস্বরে গান করে), সঃ ইহ গোকুলবনে (সে এই গোকুলবনে) রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় ভজনরত্ন) লভতে (প্রাপ্ত হয়)। ফলশ্রুতি বলিতেছেন,—

শ্লোকার্থ ঃ—যিনি সযূথ শ্রীরূপের অনুগ হইয়া গোকুল-বনে অতিশ্রেষ্ঠ এই 'মনঃশিক্ষাদ'-নামক একাদশ শ্লোক মধুর বাক্যে, উচ্চৈঃস্বরে অর্থ-সমূহের সম্যগ্ জ্ঞান-সহকারে গান করেন, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল ভজনরত্ন লাভ করেন ॥ ১২ ॥

১। সযূথ,—সজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ ও আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসঙ্গ-বিশিষ্ট। ললিতাদি সখীগণ সযূথ হইয়াও যেরূপ শ্রীরাধানুগা হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ভাগবতোত্তমগণও বহু শিষ্যের গুরু হইয়াও শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগ হন। তদ্ যথা ঃ—

যূথাধিপত্বেঽপ্যৌচিত্যং দধানা ললিতাদয়ঃ।
স্বেষ্টরাধাদিভাবস্য লোভাৎ সখ্য-রুচিং দধুঃ।

অর্থাৎ ললিতাদি সখীগণ সুযোগ্যা যূথাধিপ। তাঁহারা নিজ ইষ্ট রাধাভাবের লোভে সখ্যরুচি ধারণ করিয়াছেন।

২। শ্রীরূপানুগ,—শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশক্রমে যে রসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন এবং তদনুসারে স্বয়ং যেরূপ ভজন করিয়াছেন, তদ্রূপ-করণকে "শ্রীরূপানুগ ভজন" বলা যায়।

৩। গোকুলবনে,—শ্রীমন্মথুরামণ্ডলের যে-কোন নিভৃত স্থানে। শ্রীমন্মথুরা-মাহাত্ম্য-কথনে শ্রীরূপ,—

মুক্তের্গোবিন্দভক্তের্বিতরণচতুরং সচ্চিদানন্দরূপং,
যস্যাং বিদ্যোতি-বিদ্যাযুগলমুদয়তে তারকং পারকঞ্চ।
কৃষ্ণস্যোৎপত্তিলীলা-খনিরখিল-জগন্মৌলিরত্নস্য সা তে,
বৈকুণ্ঠাদ্ যা প্রতিষ্ঠা প্রথয়তু মথুরা মঙ্গলানাং কলাপম্ ॥ ১ ॥
কোটীন্দুস্পষ্ট-কান্তী রভস-যুত-ভবক্লেশযোধৈরযোধ্যা,
মায়াবিত্রাসিবাসা মুনিহৃদয়মুষো দিব্যলীলাঃ স্রবন্তী।
সাশীঃ কাশীশমুখ্যামরপতিভিরলং প্রার্থিতদ্বারকার্য্যা,
বৈকুণ্ঠোদ্গীতকীর্ত্তির্দিশতু মধুপুরী প্রেমভক্তিশ্রিয়ং বঃ ॥ ২ ॥
বীজং মুক্তিতরোরনর্থপটলীনিস্তারকং তারকং,
ধাম প্রেমরসস্য প্রেমরসস্য বাঞ্ছিতধুরাস পারকং পারকম্।
এতদ্যত্র নিবাসিনামুদয়তে চিচ্ছক্তিবৃত্তিদ্বয়ং,
মথ্নাতু ব্যসনানি মাথুরপুরী সা বঃ শ্রিয়ঞ্চ ক্রিয়াৎ ॥ ৩ ॥
অত্যাবন্তি পতদ্ গ্রহং কুরু করে মায়ে শনৈর্বীজয়,
ছত্রং কাঞ্চি গৃহাণ কাশি পুরতঃ পাদূযুগং ধারয়।
নাযোধ্যে ভজ সম্ভ্রমং স্তুতিকথাং নোদ্গারয় দ্বারকে,
দেবীয়ং ভবতীষু হন্ত মথুরা দৃষ্টিপ্রসাদং দধে ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ মুক্তিবিতরণে নিপুণ তারণকারী ও ভবসিন্ধু পারকারী বিদ্যাদ্বয় যাহাতে শোভিত এবং নিখিল জগন্মণ্ডলের শিরোরত্ন শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাদি লীলার স্থান, সেই বৈকুণ্ঠৈকমান্যা শ্রীমথুরাপুর

তোমার কুশলসমূহ বিস্তৃত করুন ॥ ১ ॥ যাঁহার কান্তি কোটিসংখ্যক চন্দ্র হইতেও উৎকৃষ্ট এবং সাতিশয় বেগবান্ সংসারের অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশরূপ যোদ্ধাগণও যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম নহে, অর্থাৎ যথায় বাস করিলে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং যে পুরীর বাস-মাহাত্ম্যে মায়াবী দেবগণও ত্রাসযুক্ত হয়। এবং শুক-শৌনকাদি মুনিগণের চিত্তহারিণী কৃষ্ণলীলা যাঁহার নিত্যসিদ্ধ, এবং উপাসকদিগের কামনাকে যিনি প্রসূত করেন, এবং শিব প্রভৃতি দেবগণও যে নগরে প্রতিহারী-কার্য্য অভিলাষ করেন, এবং বরাহদেবও যাঁহার কীর্ত্তি গান করিয়াছেন, সেই মথুরাপুরী তোমাদিগের প্রেমভক্তি প্রদান করুন ॥ ২ ॥ মুক্তি-বৃক্ষের বীজস্বরূপ ও অনর্থ-পরম্পরার নিস্তারকারী, এবং সমূহ অমঙ্গল হইতে রক্ষক এবং প্রেমরসের আস্পদ-স্বরূপ, এবং সকল কামনা পূর্ণকারী, এই শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় চিচ্ছক্তি-যুগল যাহাতে নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, সেই শ্রীমথুরাপুরী তোমাদিগের লিঙ্গ শরীর পর্য্যন্ত পাপরাশির ধ্বংস করুন ও প্রেমভক্তি বিধান করুন ॥ ৩ ॥ হে অবন্তি! তুমি অদ্য পিক্‌দান হস্তে গ্রহণ কর; হে মায়াপুরি! তুমি চামর ব্যজন কর; হে কাঞ্চি! তুমি ছত্র গ্রহণ কর; হে কাশি! তুমি অগ্রে পাদুকাদ্বয় ধারণ কর; হে অযোধ্যা! তুমি আর ভীত হইও না; হে দ্বারকে! তুমি অদ্য স্তুতিবাক্য প্রকাশ করিও না; যেহেতু

কিঙ্করী-স্বরূপ তোমাদিগের প্রতি প্রসন্না হইয়া এই মথুরা অদ্য মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের রাজমহিষী হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবনাষ্টক,—

মুকুন্দমুরলীরবশ্রবণ-ফুল্লহৃদ্বল্লবী-
কদম্বক-করম্বিত-প্রতিকদম্ব-কুঞ্জান্তরা।
কলিন্দ গিরিনন্দিনী-কমলকন্দলান্দোলিনা
সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ১ ॥
বিকুণ্ঠপুরসংশ্রয়াৎ বিপিনতোঽপি নিঃশ্রেয়সাৎ
সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী রসশ্রেয়সীম্।
চতুর্মুখমুখৈরপি স্পৃহিততার্ণদেহোদ্ভবা জগদ্-,
গুরুভিরগ্রিমৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ২ ॥
অনারত-বিকস্বরব্রততি-পুঞ্জ-পুষ্পাবলী-,
বিসারিবরসৌরভোদ্গমরমা-চমৎকারিণী।
অমন্দমকরন্দভৃদ্বিটপিবৃন্দ-বন্দীকৃত-,
দ্বিরেফকুলবন্দিতা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৩ ॥
ক্ষণদ্যুতিঘনশ্রিয়োর্ব্রজনবীনযূনোঃ পদৈঃ,
সুবল্গুভিরলংকৃতা ললিত-লক্ষ্ম-লক্ষ্মীভরৈঃ।
তয়োর্নখর-মণ্ডলীশিখরকেলিচর্য্যোচিতৈর্বৃতা,
কিশলয়াঙ্কুরৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৪ ॥
ব্রজেন্দ্রসখনন্দিনী শুভতরাধিকারক্রিয়াপ্রভা-
বজস্থখোৎসবস্ফুরিতজঙ্গমস্থাবরা।
প্রলম্বদমনানুজধ্বনিতবংশিকাকাকলি-,
রসজ্ঞ-মৃগমণ্ডলা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৫ ॥

অমন্দমুদিরার্ব্বুদাভ্যধিক-মাধুরীমেদুর-,
ব্রজেন্দ্রসুতবীক্ষণোন্নটিতনীলকণ্ঠোৎকরা।
দিনেশসুহৃদাত্মজাকৃত-নিজাভিমানোল্লস-,
ল্লতাখগ-মৃগাঙ্গনা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৬ ॥
অগণ্য-গুণ-নাগরীগণগরিষ্ঠগান্ধর্ব্বিকা,
মনোজ-রণচাতুরীপিশুনকুঞ্জপুঞ্জোজ্জ্বলা।
জগত্রয়কলাগুরোর্ললিতলাস্যবল্গৎপদ-
প্রয়োগবিধিসাক্ষিণী শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৭ ॥
বরিষ্ঠ-হরিদাসতা-পদসমৃদ্ধ-গোবর্দ্ধনা,
মধূদ্বহবধূচমৎকৃতিনিবাসরাসস্থলা।
অগূঢ়-গহনশ্রিয়ো মধুরিম-ব্রজেনোজ্জ্বলা,
ব্রজস্য সহজেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব শ্রবণে উৎফুল্লচিত্তা গোপীগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার কদম্বাদি কুঞ্জ পূরিত হইয়াছে এবং কলিন্দগিরি-নন্দিনী যমুনাদেবীর পদ্মবৃন্দের সঞ্চালক সমীরণ-দ্বারা যাঁহার সৌরভ সম্পাদিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥ বৈকুণ্ঠে পরব্যোমস্থিত মোক্ষ হইতেও উৎকৃষ্ট অতএব সহস্রগুণাধিক শ্রেয়স্ অর্থাৎ দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-রসাত্মিকা সম্পত্তি যিনি প্রদান করেন, সুতরাং জগদ্গুরু চতুর্মুখ ব্রহ্মাও যে-স্থানের তৃণাদি হীন জন্ম প্রার্থনা করেন, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ২ ॥ যিনি নিয়ত পুষ্পিত লতাশ্রেণীর দূরগামী সৌরভদ্বারা লক্ষ্মীদেবীরও বিস্ময়

সম্পাদন করিতেছেন এবং নিরতিশয় পুষ্পরস-বর্ষণশীল বৃক্ষগণের সমস্ত ভ্রমণকারী ভ্রমরবৃন্দও যাঁহাকে বন্দনা করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ভূতা হউন ॥ ৩ ॥ যাহার সমূহ অবয়ব, সৌদামিনী ও জলধরের ন্যায় সম্মিলিত বৃন্দাবনের নবীন শ্রীরাধাগোবিন্দের অতি মনোহর ও ললিত বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নিত পদপঙ্‌ক্তিদ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের নখর-শ্রেণীর অনুকারী কিশলয় ও অঙ্কুরদ্বারাও যিনি পরিবৃতা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৪ ॥ নন্দরাজের প্রিয়বন্ধু বৃষভানুরাজের দুহিতা শ্রীরাধিকার অনুমতিবশতঃ আনন্দোৎসব বৃদ্ধির জন্য বৃন্দাসখী যে-স্থানের স্থাবর-জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণি-দিগেরই উল্লাস সম্পাদন করিয়াছেন ও প্রলম্বারি বলদেবানুজ শ্রীকৃষ্ণবাদিত-বংশীকাকলি (সূক্ষ্ম-মধুরধ্বনি)-রসজ্ঞ মৃগমণ্ডল যে-স্থানে বিচরণ করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥ ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিনব জলধরের ন্যায় কান্তি দর্শনপূর্ব্বক যেস্থানে কৌতূহল-সহকারে নৃত্য করিতেছে এবং সূর্য্যসুহৃদ্ বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার আত্মাভিমান অর্থাৎ "এই বৃন্দাটবী আমার" এই প্রীতিসূচকবাক্যে লতা এবং মৃগ-পক্ষিগণ মিথুন হইয়া যে-স্থানে উল্লাসিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৬ ॥ অগণ্য গুণগ্রাম-সম্পন্না শ্রীরাধিকার কামযুদ্ধ-চাতুরীতে যাঁহার কুঞ্জসকল সূচিত হইতেছে এবং ত্রিভুবনের প্রধান কলাকৌশলের গুরু শ্রীকৃষ্ণের

নৃত্যকার্য্যে পদ-চালনার সাক্ষিস্বরূপা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ভূতা হউন ॥ ৭ ॥ জনদুর্লভ হরিদাসত্ব লাভ করিয়া গোবর্দ্ধন স্বয়ং যে-স্থানে বাস করিতেছেন, এবং মধুসূদনবধূ গোপাঙ্গনাদিগের অথবা রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতির চমৎকার-কারি-রাসমণ্ডল যে-স্থানে স্থিত রহিয়াছে এবং অপ্রকট কানন-শোভা-বিধায়ক বৃন্দাবনের মাধুর্য্যকুলদ্বারা উজ্জ্বল-কান্তি, সেই বৃন্দাটবী স্বভাবতঃ আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৮ ॥

৪। **মনঃশিক্ষাদ,**—ভজনাভিলাষী ব্যক্তির মনকে শিক্ষাদান করেন।

৫। **অতিশ্রেষ্ঠ,**—শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রসাদাৎ শ্রীস্বরূপগোস্বামি-দত্ত অতিশয় গোপনীয় উপদেশময়।

৬। **মধুর বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে,**—ছন্দসহিত অন্যের সহিত একত্রে বা একা দ্রবাত্মক কাকুতিযুক্ত-স্বরে।

৭। **অর্থসমূহের সম্যগ্ জ্ঞান,**—এই একাদশ শ্লোকের যে গূঢ় অর্থ, তাহার সম্যগ্ জ্ঞান-সহকারে।

যেষাং সরাগভজনে ব্রজরাজ-সূনোঃ,
শ্রীরূপশিক্ষিতমতানুগমনানুরাগঃ।
যত্নেন তে ভজনদর্পণ-নাম ভাষ্যং,
শিক্ষাদ-শ্লোক-সহিতং প্রপঠন্তু ভক্ত্যা ॥

ইতি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরচিতং মনঃশিক্ষাদাখ্যশ্লোকানাং
'ভজনদর্পণং' নাম মিশ্রভাষ্যং সম্পূর্ণম্।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু।

শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্

শ্রীস্বনিয়ম-দশকম্

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ভজ-পদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বাসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ ॥১॥

[অন্বয়—১] গুরৌ (শ্রীগুরুদেব), মন্ত্রে (ইষ্টমন্ত্র), নাম্নি (শ্রীহরিনাম), প্রভুবর-শচীগর্ভজপদে (শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর পাদপদ্ম), স্বরূপে (শ্রীস্বরূপগোস্বামী), শ্রীরূপে (শ্রীরূপগোস্বামী), গণযুজি (স্বগণ-সংযুক্ত) তদীয় প্রথমজে (শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী), গিরীন্দ্রে (গোবর্দ্ধন), গান্ধর্ব্বাসরসি (শ্রীরাধাকুণ্ড), মধুপুর্য্যাং (মথুরাপুরী), ব্রজবনে (বৃন্দাবন), ব্রজে (গোষ্ঠ), ভক্তে (ভক্তগণ) [এবং] গোষ্ঠালয়িষু (ব্রজবাসিগণের প্রতি) মম (আমার) পরং রতিঃ (পরম অনুরাগ) আস্তাম্ (বর্ত্তমান থাকুক)।

[অনুবাদ—১] শ্রীগুরুদেবে, ইষ্টমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, প্রভুবর শ্রীশচীনন্দনের শ্রীপাদপদ্মে, সগণ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু, শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু ও শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন-গোস্বামি-প্রভুতে, গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, শ্রীমথুরা-ধামে, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীগোষ্ঠে, শুদ্ধভক্তে ও শ্রীগোষ্ঠবাসি-জনে আমার নিরতিশয় রতি হউক।

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনুসনাথেঽপি সুজনাদ্
রসাস্বাদং প্রেম্ণা দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্ ॥২॥

[অঃ—২] অন্যত্র ক্ষেত্রে (অন্য কোন ক্ষেত্র) হরিতনুসনাথে অপি

(শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-বিভূষিত হইলেও) [সে-স্থলে] স্বজনাৎ (বৈষ্ণবের নিকট হইতে) প্রেম্না (প্রেমের সহিত) রসাস্বাদং (রসের আস্বাদন) দধৎ অপি (করিয়াও) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালও) ন চ বসামি (বাস করিব না), তু (কিন্তু) প্রতিভবং (প্রতিজন্মে) ব্রজভুবনে এব (ব্রজমণ্ডলেই) এতদ্-গ্রাম্যাবলিভিঃ (এ স্থানের অধিবাসী অতিনীচজাতি জনগণের) সমং (সহিত) অভি (সর্ব্বতোভাবে) কথাং (তাদৃশজনোচিত বাক্যালাপ) তন্বন্ অপি (বিস্তার করিয়াই) সংবাসং (অবস্থান) বিধাস্যে (করিব)।

[অনুঃ—২] শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহাধিষ্ঠিত হইলেও অন্য (কোন) ক্ষেত্রে স্বজন অর্থাৎ বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করিয়া প্রেমভরে রসাস্বাদনপূর্ব্বক (আমি) ক্ষণকালও বাস করি না ; কিন্তু, এই ব্রজভূমিতেই এইসকল গ্রাম্যলোকের সহিতও বিবিধ আলাপপূর্ব্বক প্রতিজন্মে বাস করিব।

সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলাস্থলযুজং
ব্রজং সন্ত্যজ্যৈতদ্-যুগবিরহিতোঽপি ত্রুটিমপি।
পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি ন হি চলামীক্ষিতুমপি ॥৩॥

[অঃ—৩] এতদ্যুগবিরহিতঃ অপি [আমি যদি ব্রজভূমিতে] (এই যুগলরূপের বিরহগ্রস্তও হই,) [তথাপি] সদা (নিরন্তর) রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলাস্থলযুজং (শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধারাবাহিক অতুলনীয় ক্রীড়াসমূহের স্থলীরাজিসুশোভিত) ব্রজং (ব্রজধাম) সন্ত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) পুনঃ (পুনরায়) দ্বারাবত্যাং (দ্বারকাপুরীতে) প্রৌঢ়বিভবৈঃ (পরম বৈভবশালী) যদুপতিং অপি (যাদবেশ্বররূপী শ্রীকৃষ্ণকেও) ঈক্ষিতুম্ অপি (দর্শন করিবার জন্যও) তদ্বাচা অপি হি (তাঁহার আহ্বানবাক্যেও) ত্রুটিম্ অপি (ক্ষণকালের জন্যও) ন হি চলামি (নিশ্চয়ই যাইব না)।

[অনুঃ—৩] আমি যুগের (অতিদীর্ঘকালের) বিরহী হইলেও সর্ব্বদা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উচ্ছ্বসিত অতুলনীয় লীলার স্থান-সম্বলিত এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে দীপ্তিমান্ শ্রীযদুপতিকেও তাঁহার কথায় দর্শন করিবার আশায় অত্যল্পকালের জন্যও শ্রীদ্বারকায় আর যাইবই না।

গতোন্মাদৈ রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্টহৃদয়া
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতিতটে।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরাৎ
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাদপি জবাৎ ॥ ৪ ॥

[অঃ—৪]—রাধা (শ্রীরাধা) উন্মাদৈঃ (চিত্তের উন্মাদনাবশতঃ) দ্বারাবত্যাং (দ্বারকায়) গতা (গমন করিয়া) হরিণা (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক) শ্লিষ্টহৃদয়া (হৃদয়ে আলিঙ্গিতা হইয়া) স্ফুটং (সর্ব্বজনগোচরে) স্ফুরতি (প্রকাশ পাইতেছেন), ইতি (এই কথা) যদি (যদি) শ্রুতিতটে শৃণোমি (কর্ণ-প্রান্তে শ্রবণ করি), তদা (তাহা হইলে) অহং (আমি) স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাৎ অপি (মনোঽধিক বেগশালী গরুড় হইতেও) জবাৎ (দ্রুত-গতিতে) ব্রজপুরাৎ (ব্রজপুরী হইতে) সমুড্ডীয় (উৎপতিত হইয়া) উদ্ধতমতি (উদ্ধতমনে) তত্র এব (সেই দ্বারকাপুরীতেই) পতামি (উপস্থিত হইব)।

[অনুঃ—৪] শ্রীরাধা চিত্তের উন্মাদনায় দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত-হৃদয়ে নিশ্চয়ই বিরাজ করিতেছেন,—ইহা যদি কর্ণে শ্রবণ করি, তখন আমি মন হইতেও অধিকবেগে, শ্রীগরুড় হইতেও দ্রুতবেগে শ্রীবৃন্দাবন হইতে উড়িয়া গিয়া তথায়ই—শ্রীদ্বারকাতেই গর্ব্বিত-হৃদয়ে পতিত হইব।

অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতিমৃদুর্ব্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎকারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং সূনুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥৫॥

[অঃ—৫] ব্রজপতেঃ (শ্রীনন্দমহারাজের) অয়ং (এই) সূনুঃ (নন্দন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) অনাদিঃ সাদিঃ বা (অনাদিই হউন, কিম্বা আদিভাবযুক্তই হউন), পটুঃ অতিমৃদুঃ বা (সুনিপুণই হউন, কিম্বা অতিমন্দই হউন), প্রতিপদপ্রমীলৎকারুণ্যঃ (প্রতিক্ষণে কারুণ্যপ্রকাশশীলই হউন), বা (কিম্বা) প্রগুণকরুণাহীনঃ ইতি (একান্ত কারুণ্যরহিতই হউন) [এবং] মহাবৈকুণ্ঠেশাধিকঃ (মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি অপেক্ষাও হউন) [এবং] মহাবৈকুণ্ঠেশাধিকঃ (মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি অপেক্ষাও পরমতত্ত্বই হউন), বা (কিম্বা) নরঃ (মানবই হউন), [পরন্তু ইনিই] পরমতত্ত্বই হউন), ইহ গোষ্ঠে (এই ব্রজে) প্রতিজনি (প্রতিজন্মে) মম (আমার) প্রভুবরঃ (পরম প্রভু) আস্তাম্ (হউন)।

[অনুঃ—৫] আদি-রহিত বা আদিসহিত, কঠিন বা অতিকোমল, পদে পদে প্রকটিত কৃপাবিশিষ্ট অথবা নিতান্ত দয়া-রহিত—এইরূপ, পরব্যোমেশ্বর শ্রীনারায়ণ অপেক্ষাও অধিক উৎকর্ষযুক্ত অথবা সামান্য নরমাত্র হউন,—এই গোষ্ঠে ব্রজরাজের এই পুত্র প্রতিজন্মে আমার প্রভুবর হউন।

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥ ৬ ॥

[অঃ—৬] যঃ (যে) কপটী (কপটী ব্যক্তি) বৈণিকমুখৈঃ (শ্রীনারদপ্রমুখ) মুনিগণৈঃ (মুনিগণ-কর্ত্তৃক) অপি (এবং) নিগমৈঃ

অপি চ (বেদসমূহ কর্ত্তৃকও) উদ্গীতাং (উদ্ঘোষিতা) [ও] প্রবীণাং (সর্ব্বোত্তমা) তৎপ্রিয়তমাং (শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী) গান্ধর্ব্বাং (শ্রীরাধিকাকে) দাম্ভিকতয়া (দম্ভবশতঃ) অনাদৃত্য (অনাদর করিয়া) একং (কেবলমাত্র) গোবিন্দং (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজতি (ভজন করে), শীর্ণে (অপবিত্র) তদভ্যর্ণে (তৎসমীপবর্ত্তিস্থানে) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালের জন্যও) ন যামি (যাইব না), [আমার] ইদং ব্রতম্ (ইহাই ব্রত)।

[অনুঃ—৬] শ্রীনারদাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক এবং সমস্ত বেদাদিশাস্ত্র-কর্ত্তৃকও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রধানা প্রিয়তমা বলিয়া উদ্ঘোষিত (সেই) শ্রীরাধাকে অনাদরপূর্ব্বক যে কপটী ব্যক্তি দম্ভভরে একল শ্রীগোবিন্দকে ভজন করে, আমি তাহার শুষ্ক সান্নিধ্যে মুহূর্ত্তকালের জন্যও গমন করি না—ইহা (আমার) ব্রত।

অজাণ্ডে রাধেতি-স্ফুরদভিধয়া সিক্তজনয়া-
হনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্ ॥ ৭ ॥

[অঃ—৭] যঃ (যে ব্যক্তি) ইহ (এই) অজাণ্ডে (ব্রহ্মাণ্ডে) প্রেমনমিতঃ (প্রেম-প্রণত হইয়া), সিক্তজনয়া (জনসমূহের প্রতি অমৃতবর্ষিণী) [ও] রাধেতি-স্ফুরদভিধয়া ('রাধা' এই প্রসিদ্ধ নামযুক্তা) অনয়া (শ্রীগান্ধর্ব্বার) সাকং (সহিত) কৃষ্ণং (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজতি (ভজন করেন),অহো ! (অহো !) [আমি] পরং (কেবলমাত্র) এতচ্চরণকমলে (এই ব্যক্তির চরণকমল-যুগল) প্রক্ষাল্য (প্রক্ষালন পূর্ব্বক) মুদা (প্রীতিভরে) তৎ জলং (সেই জল) পীত্বা (পান করিয়া) প্রতিদিনং (প্রতিদিন) শশ্বৎ (নিরন্তর) শিরসি চ (মস্তকেও) বহামি (ধারণ করিব)।

[অনুঃ—৭] এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যিনি 'শ্রীরাধা'—এই মুখ্য বা উজ্জ্বল নামদ্বারা সকল মানবকে প্রেমাপ্লুতকারিণী ইঁহার (শ্রীরাধার) সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমভরে প্রণত হইয়া ভজনা করেন, আহা! প্রত্যহ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া সেই চরণামৃত (আমি) অতীব আনন্দের সহিত নিত্যকাল পান করিয়া মস্তকে ধারণ করি।

পরিত্যক্তঃ প্রেয়োজন-সমুদয়ৈর্বাঢ়মসুধী-
র্দুরন্ধো নীরন্ধ্রং কদনভরবার্দ্ধৌ নিপতিতঃ।
তৃণং দন্তৈর্দষ্ট্বা চটুভিরভিযাচেঽদ্য কৃপয়া
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাম্ ॥ ৮ ॥

[অঃ—৮] [আমি] প্রেয়োজনসমুদয়ৈঃ (প্রিয়তম পুরুষগণ অর্থাৎ অপ্রাকট্য-প্রাপ্ত শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপগোস্বামি-প্রভুগণ-কর্ত্তৃক) পরিত্যক্তঃ (পরিত্যক্ত), [পরন্তু] বাঢ়ং অসুধীঃ (প্রাণধারণে অত্যাগ্রহযুক্ত বলিয়া দুর্ব্বুদ্ধি) দুরন্ধঃ (সদসদ্বিচারশূন্য), [সুতরাং] (কদনভরবার্দ্ধৌ (পরমদুঃখসমুদ্রে) নীরন্ধ্রং (নিরবচ্ছিন্নরূপে) নিপতিতঃ (নিমগ্ন হইয়া) দন্তৈঃ (দন্তসমূহ-দ্বারা) তৃণং (তৃণ) দষ্ট্বা (ধারণপূর্ব্বক) চটুভিঃ (কাতরবচনে) অভিযাচে (প্রার্থনা করিতেছি যে) অদ্য (অদ্য) শ্রীগান্ধর্ব্বা (শ্রীরাধিকা) স্বয়ং (স্বয়ং) মাং (আমাকে) স্বপদনলিনান্তং (নিজ পাদপদ্মপ্রান্তে) নয়তু (আকর্ষণ করুন)।

[অনুঃ—৮] শ্রীরূপ-সনাতনাদি প্রিয়তম জনগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, সত্য-সত্যই অজ্ঞান, অতিশয় অন্ধ, নানা যাতনাপূর্ণ সমুদ্রে উপায়হীনরূপে নিপতিত (আমি) অদ্য দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক কাকুতির সহিত প্রার্থনা করিতেছি,—স্বয়ং শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করুন।

ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি-পুরতঃ ॥ ৯ ॥

[অঃ—৯] অহং (আমি) সনিয়মঃ (নিয়মযুক্ত হইয়া) ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশনবসন-পাত্রাদিভিঃ (ব্রজজাত ক্ষীর, অন্ন, বস্ত্র ও পাত্রাদি) পদার্থৈঃ (পদার্থসমূহ-দ্বারা) ব্যবহৃতিং (জীবিকা) নির্ব্বাহ্য (নির্ব্বাহপূর্ব্বক) অদম্ভং (দম্ভরহিতরূপে) ঈশাকুণ্ডে (শ্রীরাধাকুণ্ডে) চ (ও) গিরিকুলবরে এব (শ্রীগোবর্দ্ধনেই) বসামি (বাস করিব) তু (এবং) সময়ে (প্রাণত্যাগ-কালে) প্রেষ্ঠে (প্রিয়) সরসি (সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডে) জীবাদি-পুরতঃ (শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভৃতির সম্মুখে) মরিষ্যে খলু (নিশ্চয় দেহ-ত্যাগ করিব)।

[অনুঃ—৯] আমি ব্রজধামোৎপন্ন দুগ্ধাদি ভোজ্য, বস্ত্র ও পাত্রাদি দ্রব্যসমূহদ্বারা দম্ভহীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া নিয়মসহকারে শ্রীরাধাকুণ্ডে ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনেই বাস করিব এবং সময় হইলে প্রিয়তম সরোবরেই (শ্রীরাধাকুণ্ডেই) শ্রীজীব-গোস্বামি প্রভৃতির সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।

স্ফুরল্লক্ষ্মী-লক্ষ্মী-ব্রজবিজয়িলক্ষ্মীভর-লসদ্-
বপুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বা-স্মরনিকর-দীব্যদ্ গিরিভৃতোঃ।
বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধবরিবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরূপাখ্যপ্রিয়তমজনস্যৈব চরমঃ ॥ ১০ ॥

[অঃ—১০] [আর আমি] শ্রীরূপাখ্যপ্রিয়তমজনস্য এব (শ্রীরূপ-নামক প্রিয়তম জনেরই) চরমঃ (অনুগামী হইয়া) কুঞ্জাদৌ (কুঞ্জপ্রভৃতি স্থলে) রহঃ (নির্জ্জনে) স্ফুরল্লক্ষ্মীলক্ষ্মীব্রজবিজয়িলক্ষ্মীভরলসদ্বপুঃশ্রীগান্ধর্ব্বা-স্মরনিকর-দীব্যদ্গিরিভৃতোঃ (প্রকাশমান-কান্তিবিশিষ্ট লক্ষ্মীবৃন্দেরও পরাভবকারী সৌন্দর্য্যরাশিদ্বারা বিভূষিত-বিগ্রহা শ্রীরাধিকা এবং

কোটিকন্দর্পাধিক সমুজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণের) বিবিধবরিবস্যাঃ (বিবিধ পরিচর্য্যা) সরভসং (শ্লাঘার সহিত) বিধাস্যে (সম্পাদন করিব)।

[অনুঃ—১০] (আমি) 'শ্রীরূপ'-নামক প্রিয়তমজনের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়াই কুঞ্জাদিতে নির্জ্জনে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রকাশমান রূপরাশির পরাভবকারী রূপভরে শোভমানদেহা শ্রীরাধিকা ও কন্দর্পসমুদয়ের ন্যায় দেদীপ্যমান শ্রীগিরিধারীর বিবিধসেবা সানন্দে সম্পাদন করিব।

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজ-নিয়মশংসি-স্তবমিমং
পঠেৎ যো বিস্রব্ধঃ প্রিয়যুগলরূপেঽর্পিতমনাঃ।
দৃঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টো বসতি-বসতিং প্রাপ্য সময়ে
মুদা রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি স হি তেনৈব সহিতঃ ॥ ১১ ॥

[অঃ—১১] কেন অপি (কোন এক ক্ষুদ্রজন-কর্ত্তৃক) কৃতং (বিরচিত) ইমং (এই) এতন্নিজনিয়মশংসিস্তবং (যথোক্ত নিজ নিয়মসূচক স্তবটি) যঃ (যিনি) বিস্রব্ধঃ (বিশ্বস্তভাবে) পঠেৎ (পাঠ করেন), সঃ (তিনি) প্রিয়যুগলরূপে (প্রিয়তম শ্রীরাধাকৃষ্ণে) দৃঢ়ং (দৃঢ়রূপে) অর্পিতমনাঃ (সমর্পিতচিত্ত হইয়া) গোষ্ঠে বসতি-বসতিং (ব্রজভবনে নিবাস) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) সময়ে (পরিচর্য্যাকালে) তেন সহিতঃ এব (সেই নিজানুভূত শ্রীরূপের সহিতই) মুদা (আনন্দে) রাধাকৃষ্ণৌ (শ্রীরাধাকৃষ্ণকে) ভজতি (ভজন করেন)।

[অনুঃ—১১] কোনও অকিঞ্চনের বিরচিত নিজের নিয়ম-সূচক এই স্তবটী যিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীরূপে (অথবা প্রেম-পরায়ণ শ্রীরূপ-প্রভুতে) চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক বিশ্বাসের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি সময়ে ব্রজধামে নিশ্চয়ই স্থান লাভ করিয়া সানন্দে বাস করিবেন এবং তাঁহারই (শ্রীরূপপ্রভুরই) সহিত আনন্দে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন।

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌরজন-

শ্রীল-সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-কৃত

স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্

গুরৌ শ্রীগৌরাঙ্গে তদুদিত-সুভক্তি-প্রকরণে
শচীসূনোর্লীলা-বিকসিত-সুতীর্থে নিজমনৌ।
হরের্নাম্নি প্রেষ্ঠে হরিতিথিষু রূপানুগজনে
শুকপ্রোক্তে শাস্ত্রে প্রতিজনি মমাস্তাং খলু রতিঃ ॥ ১ ॥

[প্রতিশব্দান্বয়—১] গুরৌ (শ্রীগুরুদেবে), শ্রীগৌরাঙ্গে (শ্রীগৌরসুন্দরে), তদুদিত-সুভক্তিপ্রকরণে (শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তির বিষয়ে বা প্রসঙ্গে), শচীসূনোর্লীলা-বিকসিত-সুতীর্থে (শ্রীশচী-নন্দনের লীলার দ্বারা উজ্জ্বলিত শ্রীনবদ্বীপাদি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে), নিজমনৌ (স্বীয় দীক্ষা-মন্ত্রে), প্রেষ্ঠে হরেঃ নাম্নি (প্রিয়তম শ্রীহরিনামে), হরি-তিথিষু (শ্রীহরিবাসরাদি শ্রীমাধব-তিথিসমূহে), রূপানুগজনে (শ্রীরূপানুগ সাধুজনে), শুকপ্রোক্তে শাস্ত্রে (শ্রীশুকদেব গোস্বামি-কথিত শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে) প্রতিজনি (প্রতিজন্মে) মম (আমার) রতিঃ (প্রীতি) খলু আস্তাম্ (রহুক)।

[অনুবাদ—১] শ্রীগুরুদেবে, শ্রীগৌরসুন্দরে, শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তির বিষয়ে বা প্রসঙ্গে, শ্রীশচীনন্দনের লীলাদ্বারা উজ্জ্বল শ্রীনবদ্বীপাদি উত্তম তীর্থস্থানে (অথবা শ্রীশচীনন্দনের লীলার প্রকাশহেতু শ্রেষ্ঠ তীর্থে) স্বীয় দীক্ষা-মন্ত্রে, প্রিয়তম শ্রীহরিনামে, শ্রীহরিবাসরাদি তিথিসমূহে, শ্রীরূপানুগ সাধুজনে, শ্রীশুকদেব গোস্বামি-কথিত শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে প্রতিজন্মে আমার প্রীতি রহুক—এই প্রার্থনা।

সদা বৃন্দারণ্যে মধুররস-ধন্যে রসময়ঃ
পরাং শক্তিং রাধাং পরমরসমূর্ত্তিং রময়তি।
স চৈবায়ং কৃষ্ণো নিজভজন-মুদ্রামুপদিশন্
শচীসূনুর্গৌড়ে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥ ২ ॥

[অঃ—২] মধুররসধন্যে (মধুর রসদ্বারা ধন্য) বৃন্দারণ্যে (শ্রীবৃন্দাবনে) রসময়ঃ (অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ) পরমরসমূর্ত্তিং (বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ) পরাং শক্তিং (পরা শক্তি) রাধাং (শ্রীরাধাকে) সদা (সর্ব্বদা) রময়তি (আনন্দ—সেবানন্দ দান করিতেছেন)। স এব কৃষ্ণঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণই) গৌড়ে (গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে) নিজ-ভজনমুদ্রাম্ (নিজ-ভক্তির পারিপাট্য) উপদিশন্ (উপদেশকারী) অয়ং (এই) শচীসূনুঃ (শ্রীশচীনন্দন) প্রতিজনি (প্রতিজন্মে) মম (আমার) প্রভুবরঃ (নিয়ন্তা) আস্তাম্ (হউন)।

[অনুঃ—২] মধুররস-ধন্য শ্রীবৃন্দাবনে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ পরমরসরূপিণী (বিপ্রলম্ভরসমূর্ত্তি) পরা শক্তি শ্রীরাধাকে সর্ব্বদা আনন্দ (সেবানন্দ) প্রদান করেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই

গৌড়দেশে নিজ ভজন-প্রণালী উপদেশকারী এই শ্রীশচীনন্দন প্রতিজন্মে আমার নিয়ন্তা হউন।

ন বৈরাগ্যং গ্রাহ্যং ভবতি ন হি যদ্ ভক্তিজনিতং
তথা জ্ঞানং ভানং চিতি যদি বিশেষং ন মনুতে।
স্পৃহা মে নাষ্টাঙ্গে হরিভজন-সৌখ্যং ন হি যত-
স্ততো রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যা ভবতু মে ॥ ৩ ॥

[অঃ—৩] বৈরাগ্যং (বৈরাগ্য) হি (নিশ্চয়ই) গ্রাহ্যং (গ্রহণ-যোগ্য) ন ভবতি (নহে) যৎ (যাহা) ন ভক্তিজনিতং (ভক্তি হইতে জাত নহে); তথা (তদ্রূপ) জ্ঞানং (জ্ঞান) ভানং (ছল), যদি চিতি (যদি চেতনে) বিশেষং (ব্যক্তিত্ব বা বিলাস) ন মনুতে (না স্বীকার করে); অষ্টাঙ্গে (অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনে) মে (আমার) স্পৃহা ন (স্পৃহা নাই) যতঃ (যাহাতে—যে অষ্টাঙ্গে) হরিভজন-সৌখ্যং (শ্রীহরিসেবানন্দ) ন হি (নাই-ই)। ততঃ (অতএব) মে (আমার) রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যা (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা) ভবতু [সাধ্য-সাধন] (হউক)।

[অনুঃ—৩] যাহা ভক্তি হইতে উৎপন্ন নহে—এইরূপ বৈরাগ্য গ্রহণযোগ্যই নহে; তদ্রূপ যে জ্ঞান চেতনে ব্যক্তিত্ব বা বিলাস স্বীকার না করে, তাহাও ছলনামাত্র; যাহাতে শ্রীহরিসেবানন্দ নাই এইরূপ অষ্টাঙ্গযোগে (ও) আমার স্পৃহা নাই। অতএব আমার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা (সাধ্য-সাধন) হউক।

কুটীরেঽপি ক্ষুদ্রে ব্রজভজনযোগ্যে তরুতলে
শচীসূনোস্তীর্থে ভবতু নিতরাং মে নিবসতিঃ।
ন চান্যত্র ক্ষেত্রে বিবুধগণসেব্যে পুলকিতো
বসামি প্রাসাদে বিপুলধন-রাজ্যান্বিত ইহ ॥ ৪ ॥

[অঃ—৪] শচীসূনোঃ (শ্রীশচীনন্দনের) তীর্থে (শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলাদিতে) তরুতলে (বৃক্ষতলে) ব্রজভজনযোগ্যে (ব্রজের ভজনের উপযোগী) ক্ষুদ্রে (ক্ষুদ্র) কুটীরে অপি (কুটীরেও) মে (আমার) নিতরাং (একান্ত) নিবসতিঃ (বাস) ভবতু (হউক)। ইহ (এই পৃথিবীতে) বিবুধগণ-সেব্যে (মুনিগণের বা দেবগণেরও সেবনীয় অর্থাৎ বাসযোগ্য) বিপুলধন-রাজ্যান্বিতে (বিপুল ধন ও রাজ্যবিশিষ্ট) অন্যত্র ক্ষেত্রে (অন্য দেশে) প্রাসাদে (দেবমন্দির বা রাজপুরীতে) ন চ বসামি (কিন্তু বাস করিব না)।

[অনুঃ—৪] শ্রীগৌরতীর্থে (শ্রীনবদ্বীপাদি ধামে) বৃক্ষতলে শ্রীব্রজভজনের উপযোগী ক্ষুদ্র কুটীরে আমার একান্ত বসতি হউক। কিন্তু এই পৃথিবীতে মুনিগণের বা দেবগণেরও সেবনীয় (বাসযোগ্য) বিপুল ধন-রাজ্যসমন্বিত অন্য দেশে, দেবমন্দির বা রাজপুরীতেও (আমি) বাস করিব না।

ন বর্ণে সক্তির্মে ন খলু মমতা হ্যাশ্রমবিধৌ
ন ধর্ম্মে নাধর্ম্মে মম রতিরিহাস্তে ক্বচিদপি।
পরং তত্তদ্ধর্ম্মে মম জড়শরীরং ধৃতমিদ-
মতো ধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ স্বভজন-সহায়াননভিলষে ॥ ৫ ॥

[অঃ—৫] বর্ণে (ব্রাহ্মণাদি বর্ণে) মে (আমার) সক্তিঃ ন (আসক্তি নাই); আশ্রমবিধৌ (ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবিধানে) মমতা

(অনুরাগ) ন হি খলু (সত্যই নাই); ইহ (এই পৃথিবীতে) ধর্ম্মে (কি পুণ্যজনক ধর্ম্মে), অধর্ম্মে (কি পাপজনক অধর্ম্মে) ক্বচিদপি (কোথাও) মম (আমার) রতিঃ (আদর) ন আস্তে (নাই)। পরং (পরন্তু) মম (আমার) ইদং (এই) জড়শরীরং (জড়শরীর) তত্তদ্ধর্ম্মে (সেই সেই ধর্ম্মে) ধৃতম্ (ধারণ করিয়াছি)। অতঃ (অতএব) স্বভজন-সহায়ান্ (উত্তম ভজনের বা শুদ্ধভক্তির অনুকূল) সর্ব্বান্ (সকল) ধর্ম্মান্ (ধর্ম্ম) অভিলষে (অভিলাষ করি)।

[অনুঃ—৫] ব্রাহ্মণাদি বর্ণে আমার আসক্তি নাই; ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবিধানে সত্যই (আমার) মমতা নাই; এই পৃথিবীতে কি ধর্ম্মে, কি অধর্ম্মে—কোনটীতেই আমার আগ্রহ নাই। পরন্তু সেই সকল ধর্ম্মে (ধর্ম্মসাধনে) আমার এই জড় শরীর [এতাবৎকাল] ধারণ করিয়াছি। অতএব (এক্ষণে) স্বভজনের (শুদ্ধভক্তির) অনুকূল ধর্ম্মসকল আমি বাঞ্ছা করি।

স্বদৈন্যং সারল্যং সকলসহনং মানদদনং
দয়াং স্বীকৃত্য শ্রীহরিচরণ-সেবা মম তপঃ।
সদাচারোঽসৌ মে প্রভুপদপরৈর্যঃ সমুদিতঃ
প্রভোশ্চৈতন্যস্যাক্ষয়চরিতপীযূষকৃতিষু ॥ ৬ ॥

[অঃ—৬] স্বদৈন্যং (স্বদীনতা), সারল্যং (সরলতা), সকল-সহনং (সর্ব্বপ্রকার সহিষ্ণুতা), মানদদনং (মানদান), দয়াং (দয়া) স্বীকৃত্য (স্বীকারপূর্ব্বক) মম (আমার) শ্রীহরিচরণসেবা (শ্রীহরি-পাদপদ্মসেবাই) তপঃ (ব্রত)। প্রভোশ্চৈতন্যস্য (মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের) অক্ষয়চরিতপীযূষকৃতিষু (অক্ষয়-চরিতামৃতপূর্ণ গ্রন্থাদিতে)

প্রভুপদপরৈঃ (মহাপ্রভুর পাদপদ্মসেবৈকনিষ্ঠ ভক্তগণকর্ত্তৃক) যঃ (যাহা—যে আচার) সমুদিতঃ (উপদিষ্ট), অসৌ (উহা) মে (আমার) সদাচারঃ (সদাচার)।

[অনুঃ—৬] সুদীনতা, সরলতা, সর্ব্ববিষয়ে সহিষ্ণুতা, মানদান ও দয়া স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীহরিপাদপদ্ম-সেবাই আমার ব্রত। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অক্ষয়-চরিতামৃতপূর্ণ গ্রন্থাদিতে যে-সমস্ত আচার শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মসেবৈকনিষ্ঠ ভক্তগণ-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে উহাই আমার সদাচার।

ন বৈকুণ্ঠে রাজ্যে ন চ বিষয়কার্য্যে মম রতি-
র্ন নির্ব্বাণে মোক্ষে মম মতিরিহাস্তে ক্ষণমপি।
ব্রজানন্দাদন্যদ্ধরি-বিলসিতং পাবনমপি
কথঞ্চিন্মাং রাধান্বয়-বিরহিতং নো সুখয়তি॥ ৭॥

[অঃ—৭] ন বৈকুণ্ঠে রাজ্যে (না বৈকুণ্ঠরাজ্যে), ন চ বিষয়কার্য্যে (না বিষয়কার্য্যে) মম (আমার) রতিঃ (আসক্তি); ইহ (এই প্রপঞ্চে) নির্ব্বাণে মোক্ষে (সাযুজ্য-মুক্তিতে) ক্ষণমপি (মুহূর্ত্তের জন্যও) মম (আমার) মতিঃ (আদর) ন আস্তে (নাই); ব্রজানন্দাৎ (ব্রজানন্দ ব্যতীত) অন্যৎ (অন্য) রাধান্বয়-বিরহিতং (শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধ-রহিত) হরিবিলসিতং (শ্রীহরির বিলাস) পাবনমপি (পবিত্র হইলেও) মাং (আমাকে) কথঞ্চিৎ (কোনপ্রকারে) নো সুখয়তি (সুখ প্রদান করে না)।

[অনুঃ—৭] কি বৈকুণ্ঠরাজ্যে, কি বিষয়কার্য্যে আমার আসক্তি নাই ; এই প্রপঞ্চে সাযুজ্যাদি মুক্তিতে মুহূর্ত্তের জন্যও আমার আদর নাই। শ্রীব্রজানন্দ ব্যতীত অন্যান্য শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধরহিত শ্রীহরির বিলাস পবিত্র হইলেও আমাকে কোনও প্রকারে সুখ দান করে না।

ন মে পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধুনিচয়া
হরৌ ভক্তে ভক্তৌ ন খলু যদি তেষাং সুমমতা।
অভক্তানামন্নগ্রহণমপি দোষো বিষয়িণাং
কথং তেষাং সঙ্গাদ্ধরিভজন-সিদ্ধির্ভবতি মে॥ ৮॥

[অঃ—৮] পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধুনিচয়াঃ (স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, গর্ভধারিণী ও বন্ধুগণ) মে ন (আমার নহে) যদি (যদি) তেষাং (তাহাদের) হরৌ (শ্রীহরিতে), ভক্তে (ভগবদ্ভক্তে), ভক্তৌ (ভক্তিতে) সুমমতা (সুদৃঢ় আসক্তি) খলু (সত্যই) ন (না থাকে)। অভক্তানাং (অভক্ত) বিষয়িণাং (বিষয়িগণের) অন্নগ্রহণম্ অপি (অন্নগ্রহণও) দোষঃ (দোষ বা পাপ); তেষাং সঙ্গাৎ (তাহাদের সঙ্গ করিলে) কথং (কিরূপে) মে (আমার) হরিভজনসিদ্ধিঃ (হরিভজনে সিদ্ধি) ভবতি (হইবে)?

[অনুঃ—৮] পত্নী, কন্যা, পুত্র, জননী ও বন্ধুগণ আমার (কেহ) নহে—যদি শ্রীহরিতে, ভগবদ্ভক্তে ও ভক্তিতে তাহাদের সুদৃঢ় মমতা বাস্তবিক না থাকে। অভক্ত বিষয়িগণের অন্ন-গ্রহণও দোষ (অধঃপাতকর); অতএব তাহাদের সঙ্গ করিলে কিরূপে আমার হরিভজনে সিদ্ধি লাভ হইবে?

অসত্তর্কৈরন্ধান্ জড়সুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
কুনির্ব্বাণাসক্তান্ সততমতিদূরে পরিহরন্।
অরাধং গোবিন্দং ভজতি নিতরাং দাম্ভিকতয়া
তদভ্যাসে কিন্তু ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥ ৯ ॥

[অঃ—৯] অসত্তর্কৈঃ (অসদ্বিষয়ক তর্ক বা কুতর্ক দ্বারা) অন্ধান্ (অন্ধ), জড়সুখপরান্ (জড়সুখপ্রমত্ত), কৃষ্ণবিমুখান্ (কৃষ্ণসেবা-বিমুখ), কুনির্ব্বাণাসক্তান্ (কুৎসিত নির্ব্বাণে আসক্ত জনগণকে) সততং (সর্ব্বদা) অতিদূরে (অতিদূরে) পরিহরন্ [অপি] (পরিহার করিয়াও) (যে ব্যক্তি) নিতরাং দাম্ভিকতয়া (অত্যন্ত দাম্ভিকতা-বশে) অরাধং (শ্রীরাধা-বিরহিত) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) ভজতি (ভজনা করে), তদভ্যাসে (তাহার নিকটে) কিন্তু (কিন্তু) ক্ষণমপি (ক্ষণকালের জন্যও) ন যামি (যাই না)—ইদম্ (ইহা) [আমার] ব্রতম্ (নিয়ম)।

[অনুঃ—৯] কুতর্কে অন্ধ, জড়সুখপ্রমত্ত, কৃষ্ণসেবাবিমুখ, ছলনাময় নির্ব্বাণে (মোক্ষাদিতে) আসক্ত জনগণকে সর্ব্বদা অতিদূরে পরিহার করিয়াও (যে ব্যক্তি) অত্যন্ত দাম্ভিকতা-বশতঃ শ্রীরাধা-বিরহিত গোবিন্দের ভজনা করে, আমি তাহার নিকটে ক্ষণকালের জন্যও যাই না—ইহাই আমার ব্রত।

প্রসাদান্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমসঙ্গঃ কুবিষয়ে।
বসন্নীশাক্ষেত্রে যুগল-ভজনানন্দিতমনা-
স্তনুং মোক্ষ্যে কালে যুগপদপরাণাং পদতলে ॥ ১০ ॥

[অঃ—১০] অহম্ (আমি) প্রসাদান্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিঃ (প্রসাদী অন্নদুগ্ধাদি খাদ্য, বসন ও পাত্রাদি) পদার্থৈঃ (দ্রব্যদ্বারা)

ব্যবহৃতিং (ব্যবহার) নির্ব্বাহ্য (সম্পাদন করিয়া), কুবিষয়ে (প্রাকৃত-বিষয়ে) অসঙ্গঃ [সন্] (অনাসক্ত হইয়া), যুগল-ভজনানন্দিতমনাঃ (শ্রীযুগলসেবায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া) ঈশাক্ষেত্রে (শ্রীরাধাকুণ্ডে) বসন্ (বাসপূর্ব্বক) কালে (দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে) যুগপদপরাণাং (শ্রীযুগলপাদপদ্মসেবী ভক্তগণের) পদতলে (শ্রীপাদপদ্মান্তিকে) তনুং (শরীর) মোক্ষ্যে (ত্যাগ করিব)।

[অনুঃ—১০] আমি প্রসাদী অন্ন-দুগ্ধাদি খাদ্য, বসন ও পাত্রাদি পদার্থদ্বারা ব্যবহারিক জীবন নির্ব্বাহ করত প্রাকৃতবিষয়ে অনাসক্ত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় হৃষ্টচিত্তে শ্রীরাধাকুণ্ডে বাসপূর্ব্বক যথাকালে (দেহত্যাগের সময় হইলে) শ্রীযুগল-পাদপদ্মসেবী ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মান্তিকে শরীর ত্যাগ করিব।

শচীসূনোরাজ্ঞাগ্রহণচতুরো যো ব্রজবনে
পরারাধ্যাং রাধাং ভজতি নিতরাং কৃষ্ণরসিকাম্।
অহং ত্বেতৎপাদামৃতমনুদিনং নৈষ্ঠিকমনা
বহেয়ং বৈ পীত্বা শিরসি চ মুদা সন্নতিযুতঃ ॥ ১১ ॥

[অঃ—১১] শচীসূনোঃ (শ্রীশচীনন্দনের) আজ্ঞাগ্রহণচতুরঃ (আদেশ-পালনবিষয়ে চতুর) যঃ (যিনি) ব্রজবনে (শ্রীবৃন্দাবনে) কৃষ্ণ-রসিকাং (কৃষ্ণরসে নিমগ্না) পরারাধ্যাং (মুখ্য আরাধ্যা) রাধাং (শ্রীরাধাকে) নিতরাং (একান্তভাবে) ভজতি (ভজনা করেন), এতৎ-পাদামৃতং (ইঁহার শ্রীচরণামৃত) অহং (আমি) তু (কিন্তু) নৈষ্ঠিকমনাঃ (নিষ্ঠাপূর্ণহৃদয়) চ (ও) সন্নতিযুতঃ (সুষ্ঠু প্রণতিযুক্ত) [হইয়া] মুদা (সানন্দে) অনুদিনং (প্রতিদিন) পীত্বা (পান করিয়া) শিরসি (মস্তকে) বহেয়ং বৈ (অবশ্য ধারণ করিব)।

[অনুঃ—১১] শ্রীশচীনন্দনের নির্দেশ-পালনে চতুর যিনি ব্রজবনে শ্রীকৃষ্ণরসে বিভোরা (বা শ্রীকৃষ্ণরসমজ্জা) মুখ্যা ও আরাধ্যা (অথবা পরমারাধ্যা) শ্রীরাধাকে একান্তভাবে (বা নিত্যকাল) ভজন করেন, ইহার শ্রীচরণামৃত আমি কিন্তু নিষ্ঠাপূর্ণহৃদয়ে ও সুষ্ঠু প্রণতিসহকারে প্রতিদিন উল্লাসভরে পান করিয়া মস্তকে অবশ্যই ধারণ করিব।

হরের্দাস্যং ধর্ম্মো মম তু চিরকালং প্রকৃতিতো
মহামায়া-যোগাদভিনিপতিতঃ দুঃখ-জলধৌ।
ইতো যাস্যাম্যূর্দ্ধং স্বনিয়ম-সুরত্যা প্রতিদিনং
সহায়ো মে মাত্রং বিতথদলনী বৈষ্ণব-কৃপা ॥ ১২ ॥

[অঃ—১২] হরেঃ (শ্রীহরির) দাস্যং (সেবকভাব—সেবা) চিরকালং (নিত্যকাল) মম (আমার) প্রকৃতিতঃ (স্বভাবগত) ধর্ম্মঃ (ধর্ম্ম) ; তু (কিন্তু) মহামায়াযোগাৎ (প্রবল মায়াসংযোগহেতু বা মহামায়ার বলে) দুঃখজলধৌ (দুঃখসমুদ্রে) অভিনিপতিতঃ (নিমগ্ন হইয়াছি)। প্রতিদিনং (প্রত্যহ) স্বনিয়মসুরত্যা (স্বনিয়মে উত্তম নিষ্ঠাবলে) ইতঃ (ইহার—মায়ার বা সংসারের) ঊর্দ্ধং (উপরে অর্থাৎ অতীতে—অপ্রাকৃতধামে) যাস্যামি (চলিয়া যাইব)। মাত্রং (শুধু) বিতথদলনী (মায়ানাশিনী) বৈষ্ণবকৃপা (বৈষ্ণবের করুণা) মে (আমার) সহায়ঃ (বন্ধু বা অভিভাবক)।

[অনুঃ—১২] শ্রীহরির দাসত্বই নিত্যকাল আমার স্বভাবগত ধর্ম্ম ; কিন্তু মায়ার প্রবল সংযোগহেতু দুঃখসমুদ্রে

পড়িয়া গিয়াছি। প্রতিদিন স্বনিয়মে দৃঢ়নিষ্ঠার বলে ইহার (মায়া বা সংসারের) ঊর্দ্ধে (অতীতে—অপ্রাকৃতধামে) চলিয়া যাইব। একমাত্র মায়াবিনাশিনী বৈষ্ণবকৃপা আমার বন্ধু বা অভিভাবক হউন।

কৃতং কেনাপ্যেতৎ স্বভজনবিধৌ স্বং নিয়মকং
পঠেদ্ যো বিশ্রব্ধঃ প্রিয়যুগলরূপেঽর্পিতমনাঃ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি কিল সংপ্রাপ্য নিলয়ং
স্বমঞ্জর্য্যাঃ পশ্চাদ্ বিবিধবরিবস্যাং স কুরুতে ॥ ১৩ ॥

[অঃ—১৩] স্বভজনবিধৌ (নিজের ভজনক্রিয়া-বিষয়ে) কেন অপি (কোন শ্রীহরিজনকর্ত্তৃক) কৃতং (রচিত) এতৎ (এই) স্বং নিয়মকং (স্বনিয়ম-দ্বাদশক) যঃ (যিনি) বিশ্রব্ধঃ (বিশ্বাসযুক্ত) [ও] প্রিয়যুগলরূপে (প্রিয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপে বা শ্রীমূর্ত্তিতে) অর্পিতমনাঃ (সমর্পিতচিত্ত) [হইয়া] পঠেৎ (পাঠ করেন) সঃ (তিনি) কিল (প্রকৃতই) ব্রজে (ব্রজধামে) নিলয়ং (স্থান) সংপ্রাপ্য (লাভ করিয়া) রাধাকৃষ্ণৌ (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) ভজতি (ভজন করেন),—স্বমঞ্জর্য্যাঃ (নিজ মঞ্জরীর) পশ্চাৎ (পশ্চাতে) [থাকিয়া] বিবিধবরিবস্যাং (নানা-প্রকারের সেবা) কুরুতে (করিতে থাকেন)।

[অনুঃ—১৩] নিজভজনানুষ্ঠানের জন্য কোন নিষ্কিঞ্চন শ্রীহরিজনকর্ত্তৃক রচিত এই “স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্” যিনি বিশ্বাসভরে ও নিজের প্রিয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীরূপে বা শ্রীমূর্ত্তিতে অথবা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপে বা শ্রীবিগ্রহে অথবা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বা শ্রীগৌর-

সুন্দরের নিজ-জন শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া পাঠ করেন, তিনি সত্যই শ্রীব্রজধামে স্থান লাভ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা করেন—স্বীয় শ্রীমঞ্জরীর পশ্চাতে থাকিয়া নানাপ্রকার সেবা করিতে থাকেন।

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথদাসগোস্বামি-প্রভু-চরণরেণুপরায়ণ-
শ্রীভক্তিবিনোদদাসকৃতং স্বনিয়মদ্বাদশকং

—ঃ সমাপ্তম্ ঃ—